GWA GENDER AND WATER ALLIANCE Simavi IRC Watershed empowering citizens

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

গ্রামাঞ্চলে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা, ওয়াশ, অতিমারি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়

জেন্ডার এবং অর্ন্তভুক্তি বিষয়ে অ্যাডভোকেসি

(কোভিড-১৯ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সেশনসহ)

ঢাকা, অক্টোবর ২০২০

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

গ্রামাঞ্চলে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা, ওয়াশ, অতিমারি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়

জেন্ডার এবং অর্ন্তভুক্তি বিষয়ে অ্যাডভোকেসি

(কোভিড-১৯ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সেশনসহ)

ঢাকা, অক্টোবর ২০২০

সূচি

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল পরিচিতি ৪
- উদ্দেশ্য ৫
- ফোকাস: বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ৫
- সময়সীমা ৫
- অন্যান্য দিক ৫
- প্রশ্নোত্তর ৬

সেশন-১ ঃ জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা (IWRM) পরিচিতি
- কার্যসূচি ৭
- সূচনা ৮
- জেন্ডারের আলোকে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও সুপেয় পানি ৮
- সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্ক: জেন্ডার ও স্যানিটেশন ১৬
- পারস্পরিক আলোচনা পর্ব ২০

সেশন -২ ঃ জেন্ডার ও পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH)
- কার্যসূচি ২৩
- সূচনা ২৪
- জেন্ডার এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ঃ পুনরালোচনা ২৪
- সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার মূল ইস্যুসমুহ ২৯
- সুশীল সমাজ সংগঠনের অর্জন এবং লক্ষণীয় পরিবর্তন ৩১
- অ্যাডভোকেসি সভা বা লবিং-এ অংশগ্রহণ ৩২
- দলীয় কাজ ৩৩
- ক্ষমতায়ন অ্যাপ্রোচ ৩৩
- সমাপনী ৩৩

সেশন -৩ ঃ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH): জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং অ্যাডভেকেসি
- কার্যসূচি ৩৫
- সূচনা ৩৬
- অ্যাডভোকেসি, জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তি ম্যানুয়েল ৩৬
- রোল-প্লে ৩৯

দলীয় কাজে অর্জন ৪১
সমাপনী ৪৩

সেশন -৪ ঃ কোভিড-১৯ অতিমারিতে জেন্ডার, পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য বিধি
কার্যসূচি ৪৫
মহামারি, অতিমারি এবং করোনা ভাইরাস ৪৬
করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কিছু তথ্য ৪৭
করোনা ভাইরাস সংক্রমণের লক্ষণ ৪৮
করোনা প্রতিরোধে করণীয় ৪৯
করোনা ভাইরাস নারী, পুরুষ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে যেভাবে আক্রান্ত করে ৫০
কোভিড-১৯ঃ নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব ৫২
অন্যান্য রোগ, অতিমারী ও মহামারি ৫৪
জেন্ডার দৃষ্টিকোন থেকে বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ৫৪
সমাপনী ৫৭

সেশন -৫ ঃ জেন্ডার ও দুর্যোগ, ঝুঁকি প্রশমন এবং জলবায়ু পরিবর্তন
কার্যসূচি ৫৯
জলবায়ু পরিবর্তন পরিচিতি ৬০
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ৬০
জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার ৬১
দুর্যোগ প্রশমন ঃ মানুষের হাত থেকে জলবায়ু রক্ষা ৬২
দুর্যোগ অভিযোজন ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের তাণ্ডব থেকে মানুষকে রক্ষা ৬২
জেন্ডার, দুর্যোগ এবং অভিযোজন ৬৪
দুর্যোগ প্রস্তুতি, জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তি ৬৫
সমাপনী ৬৬
জলবায়ু পরিবর্তন এবং জেন্ডার: ডায়াগ্রাম ৬৭

সংযোজনী- ১ ঃ প্রশিক্ষণ এর বিষয়সমূহ ৬৯
সংযোজনী- ২ ঃ ক্ষমতায়ন অ্যাপ্রোচ ৭১

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের পরিচিতি

কোনো প্রশিক্ষণ বা কোচিং এর অর্থ হচ্ছে মনোযোগ দিয়ে শোনা, প্রশ্ন করা এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজন উপলব্ধি করে সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরি করে নেয়া।

জেন্ডার এ্যান্ড ওয়াটার এলায়েন্স (GWA), এর আগে, জেন্ডার ও পানি বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল (বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষায়) তৈরি করেছিল[১]। যেটি জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ের সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোর জন্যে প্রণীত হয়েছিল। এছাড়াও ওয়াটারশেড প্রকল্পের জন্যে জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি ও অ্যাডভোকেসি বিষয়ে আরেকটি বিশেষ মডিউল তৈরি করা হয়েছিল। এ মডিউলটি জাতীয় ও আন্তজার্তিক পর্যায়ের জন্যে তৈরি হলেও এর মূল ফোকাস ছিল বাংলাদেশের ভোলা জেলা[২]। তবে এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলগুলো ছাড়াও, জেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে সুশীল সমাজ সংগঠন ও কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) এর সদস্যদের জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি ও পানির বিভিন্ন ব্যবহারের ওপর প্রাথমিক ধারণা দিতে আরেকটি ম্যানুয়েলের প্রয়োজন রয়েছে। যাতে তৃণমূল পর্যায়ে, তাঁরা আরও কার্যকর ভাবে উন্নততর পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার জন্যে অ্যাডভোকেসি করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। এই উপলব্ধি থেকে বর্তমান ম্যানুয়েলটি তৈরি হয়েছে।

প্রশিক্ষণ/কোচিং-এর অর্থ হচ্ছেঃ

মনোযোগ দিয়ে শোনা,

প্রশ্ন করা

এবং

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ উপকরণ অভিযোজন করে নেয়া

এই ম্যানুয়েলটি জেন্ডার এ্যান্ড ওয়াটার এলায়েন্সের (GWA) ভোলায় প্রশিক্ষণ অভিজ্ঞতা থেকে রচিত হয়েছে। এটি ৩ দিনের প্রশিক্ষণের জন্যে নির্ধারিত হলেও বাস্তব অবস্থা হলো প্রশিক্ষণের জন্যে প্রতিদিনের সেশনে খুব স্বল্প সময় পাওয়া যাবে। তাই প্রশিক্ষকের জন্যে খুব বেশি বাগাড়ম্বর না করে সরাসরি মূল ইস্যুতে চলে গিয়ে আলোচনা করাই শ্রেয় হবে। এছাড়াও, এই ম্যানুয়েলটি যেহেতু উপকূলীয় এলাকা ভোলা অঞ্চলের জন্যে তৈরি হয়েছিল, তাই ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ এলাকা ও বাস্তবতার নিরিখে এর কিছু কিছু বিষয় অভিযোজন করে নিতে পারেন।

আরেকটি জরুরি বিষয় হলো প্রশিক্ষণকে যতটা সম্ভব অংশগ্রহণমূলক করতে হবে। সকল প্রশিক্ষণার্থীকে কথা বলার সুযোগ ও উৎসাহ দিতে হবে। শৃংখলা বজায় রাখতে সবাই একসাথে কথা

[১] See http://genderandwater.org/en/women2030/capacity-building/women2030-training-master-manual-the- english-version and http://genderandwater.org/en/women2030/capacity-building/training-master-manual (Bangla)

[২] See http://genderandwater.org/en/bangladesh/watershed-empowering-citizens/training-module-gender- inclusion-and-advocacy/view and http://genderandwater.org/en/bangladesh/watershed-empowering- citizens/gender-inclusion-and-advocay-training-module-in-bangla/view.

বলে, যে কোন একদিক থেকে (ডান বা বাম) একে একে কথা বলা যাবে। শুরুতে কাজটি কঠিন মনে হলেও, দুয়েকটি সেশন হয়ে যাওয়ার পর অংশগ্রহণকারীরা এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

সেসাথে সেশন যাতে পারস্পরিক (interactive) আলোচনামূলক হতে পারে সেদিক খেয়াল রাখতে হবে। সময় বাঁচাতে প্রশিক্ষক হয়তো একটি বিষয় একবারেই বলে ফেলতে চাইবেন, কিন্তু এতে অংশগ্রহণকারীরা বিষয়টির প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলতে পারেন। এজন্য অংশগ্রহণকারীদের বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করতে, প্রশ্ন করতে সুযোগ দিতে হবে যাতে বিষয়টি তারা মনে রাখতে পারেন। প্রশিক্ষকের ভাষা হবে সহজ, সরাসরি ও পরিষ্কার- যাতে সবাই বুঝতে পারেন। প্রশিক্ষক সবসময় গম্ভীর না থেকে মাঝে মাঝে মজাও করবেন যাতে অংশগ্রহণকারীরা উৎফুল্ল চিত্তে প্রশিক্ষণ নেন।

প্রথম সেশনে প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের পানির বিভিন্ন ইস্যুতে জেন্ডার এর ভূমিকা নিয়ে আলোকপাত করবেন। দ্বিতীয় সেশনে মূলত পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) নিয়ে আলোচনা হবে। তৃতীয় অধিবেশনের বিষয়বস্তু হবে অ্যাডভোকেসি। এর পরের দুটো সেশন যদিও ভোলায় হয়নি তবে এসময়ের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর একটি কোভিড-১৯ ও মহামারি/অতিমারি এবং অপরটি, দুর্যোগ প্রস্তুতি ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত।

উল্লেখ্য, এই ম্যানুয়েলে সেশনের শুরুতে একটি কার্যসূচি যোগ করা হয়েছে। এটি প্রশিক্ষণের স্থান, পরিস্থিতি ও সময় বুঝে ব্যবহার করে নিতে হবে। সংক্ষেপে, এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ও সেশন সমূহের রূপরেখা নিচে বলা হলো ঃ

উদ্দেশ্য	তৃণমূল পর্যায়ে মানুষরা যাতে উন্নততর ও সঠিক পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা পেতে পারে তার জন্যে স্থানীয় সুশীল সংগঠন এবং কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনসমূহকে কার্যকরভাবে অ্যাডভোকেসি করতে সক্ষম করে তোলা।
ফোকাস	বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল, বিশেষতঃ ভোলা এর ফোকাস হলেও বিশ্বের যেকোন অঞ্চল বা যেকোন পরিস্থিতিতে এটিকে অভিযোজন করে নেয়ার সুযোগ রয়েছে।
সময়সীমা	প্রতিটি সেশন ৩-৪ ঘন্টার মধ্যে শেষ করতে হবে। সুযোগ থাকলে একটু বেশি সময় নিলে ভাল হবে। প্রতিটি অধিবেশন পুনরালোচনা বা রিক্যাপ করে শুরু হবে। কেননা প্রতিটি অধিবেশনের শেষে নতুন সেশন শুরু হওয়ার আগে কিছু বাড়তি সময় থাকবে। এর সদ্ব্যবহার করতে হবে। এতে সময় বাঁচবে। আর সময় যত বেশি পাওয়া যাবে, দলীয় কাজ তত বেশি করা সম্ভব হবে।
অন্যান্য দিক	কোচিং হবে বাস্তবানুগ, যেখানে পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ থাকবে, হবে অংশগ্রহণমূলক, সহজে বোধগম্য, প্রাসঙ্গিক, অন্তর্ভূক্তমূলক ও আনন্দময়।

এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলে ভোলার প্রশিক্ষণে যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল সেগুলো সন্নিবেশিত হয়েছে। তবে এগুলো শুধু উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। কেননা প্রতিটি সেশনে, প্রত্যেক জায়গায়, অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নোত্তর একরকম হবে না। তাই এ প্রশ্নোত্তরগুলো প্রশিক্ষককে শুধু ধারণা দেওয়ার জন্যে এখানে উল্লেখ করা হলো। এজন্যে প্রশিক্ষক যখন প্রশ্ন করবেন, অংশগ্রহণকারীরা তখন কী উত্তর প্রদান করেন তা নোট করে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

সেশন-১

জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

সেশন-১ঃ জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

কার্যসূচি ঃ (প্রয়োজন/পরিস্থিতি অনুযায়ী অভিযোজন করে নিতে হবে)

০৯:০০	প্রশিক্ষণের প্রস্তুতি - ব্যানার টাঙ্গানো (প্রতিষ্ঠানের লগো সবচেয়ে উপরে দিতে হবে) - অংশগ্রহণকারীদের একে একে আগমন ও সাক্ষাৎ
০৯:৩০	উদ্বোধনী, স্বাগত বক্তব্য
০৯:৪০	পরিচয়পর্ব ঃ প্রশিক্ষক এবং অংশগ্রহণকারীরা একে একে নিজ পরিচয় দেবে - নাম - সংগঠন - সংগঠনে কাজ (সময় বেশি থাকলে, পরিচয় পর্বকে আরো আকর্ষণীয় ও মজাদার করা তোলা যেতে পারে।)
০৯:৫৫	সেশন পরিচিতি - সহায়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পড়বেন এবং ব্যাখ্যা করবেন - অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করতে এবং আলোচনা করতে উৎসাহ দিবেন। - প্রশিক্ষণ যাতে পারস্পিরিক আলোচনামূলক এবং অংশগ্রহণমূলক হয় সেজন্যেও অংশগ্রহণকারীদের রাজি করাতে হবে।
১০:১০	সমন্বিত পানি ব্যবস্থা এবং স্যানিটেশন (জেন্ডারের আলোকে) - পানির অভাব ঃ এর বিভিন্নমুখী ব্যবহার - শ্রম বিভাগ (পানি সম্পর্কিত) - প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী ও পুরুষের বিভিন্ন স্বার্থ - সরকারের পানি নীতি - নারী-পুরুষের কর্ম-সময়ের ব্যবহার (গড়দিন হিসেবে) - রাজনীতিবিদ, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের রাজী করাতে, অ্যাডভোকেসি করতে যে ইস্যু বা বিষয়সমূহ জানতে হবে। পারস্পরিক আলোচনা (আলোচনার মাঝামাঝি সময়ে চা পরিবেশিত হবে)
০১:৩০(প্রায়)	সমাপনী

উদ্বোধনী/সূচনা ঃ

প্রশিক্ষক সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বিপুল সংখ্যক অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণে আসার জন্যে সন্তোষ প্রকাশ করবেন। তিনি জানাবেন যে, সেশন পাস্পরিক আলোচনা সমৃদ্ধ হবে এবং সবাই খোলামনে, সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশ নিবেন। যাতে এ প্রশিক্ষণে আলোচিতব্য সকল বিষয়ে, সব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহ সবাই সম্মিলিত ভাবে আলোচনা করে বুঝে নিতে পারে।

প্রশিক্ষক বলবেন যে পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক মানুষকে নিজেদের সমস্যা নিজেদেরকেই সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। কেননা তাদের সমস্যা অন্য যে কারো চেয়ে তারাই সবচেয়ে ভালভাবে অনুধাবন করতে পারে। তাই প্রশিক্ষণ সেশনে অংশগ্রহণকারীরা নিজেরা যদি তাদের প্রয়োজন এবং অধিকারগুলো খোলাখুলি ভাবে আলোচনা না করে তবে দিনশেষে কোনো সমাধানেই পৌঁছানো যাবে না।

একইভাবে বেসরকারি সংগঠনগুলো তাদের সমস্যা সমাধানের এই প্রক্রিয়ার সাহায্য করতে পারবে। কেননা তারা জানে কিভাবে অ্যাডভোকেসি এবং লবিং করে সহায়তা পাওয়া যায়। দেখা গেছে, রাজনৈতিক নেতা বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা প্রায়ই দরিদ্র জনগণের নামে বিভিন্ন সরকারি সহায়তা প্রাপ্ত হন; কিন্তু দরিদ্র মানুষের কাছে সেই সেবা যথাযথভাবে পৌঁছে না। তাই 'আপনাদের অধিকার কি তা বুঝতে হবে। আপনাদের কথা বলতে হবে এবং সে অধিকার আপনাদেরকেই নিশ্চিত করতে হবে, একত্রে।'

তিনি আরও বলবেন যে এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে অংশগ্রহণকারী সবাইকে সহায়তা করা যাতে তারা স্থানীয়ভাবে নিজ নিজ এলাকার মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে, বিশেষত নারী-পুরুষ, বয়স্ক, প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে তাদের অধিকারগুলো নিয়ে অ্যাডভোকেসি ও লবি করতে পারে। এই অ্যাডভোকেসির মূল শ্লোগান হচ্ছে, 'পেছনে পড়ে থাকবেনা কেউ।' যাতে নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের সুবিধাগুলো এলাকার সকল মানুষের ব্যবহারের সমান সুযোগ থাকে।

প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রশিক্ষক ব্যাখ্যা করে বলবেন যে, এই প্রশিক্ষণকে মূলত তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. জেন্ডারের আলোকে পানি নিয়ে আলোচনা ও ব্যাখ্যা।
২. জেন্ডারের আলোকে স্যানিটেশন নিয়ে আলোচনা ও ব্যাখ্যা।
৩. পারস্পরিক আলোচনা পর্ব ঃ যেখানে অংশগ্রহণকারীর প্রশ্ন করবে, নিজ নিজ মত, ধারণা ও সমস্যা সমাধানের উপায় ব্যক্ত করবে।

জেন্ডারের আলোকে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ঃ সুপেয় পানি

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পৃথিবীতে বিশুদ্ধ ও খাবার পানির সরবরাহ দিন দিন কমে আসছে। পুরো পৃথিবীকে একটি ছোট্ট পুকুরের সাথে তুলনা করলে দেখতে পাব, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জন্যে শুধু

এক চামচ পানি পান করার মত, ব্যবহারের জন্যে, কৃষিকাজের জন্যে অবশিষ্ট রয়েছে। বাংলাদেশের দিকে তাকালে দেখব, এখানে যে পরিষ্কার পানি রয়েছে তার ৯৬% ভাগ কৃষি কাজের জন্যে আর মাত্র ৪% পানি রয়েছে গৃহস্থালী কাজ, শিল্প, কলকারখানায় ব্যবহারের জন্যে। কৃষি কাজের জন্যে আবার এই ৪ ভাগ পানি থেকেও পানি সরবরাহ করতে হয়। তাহলে পানি পান করার জন্যে কতটুক পানি অবশিষ্ট থাকছে, তা আমরা ধারণা করতে পারি।

এ কারণে, আমরা যদি পান করার জন্যে এবং স্যানিটেশনের কাজে পর্যাপ্ত পানি ব্যবহার করতে চাই তবে আমাদের একটি সুন্দর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দিতে হবে। নয়তো, এমন দিন আসবে যেদিন আর খাবার জন্যে, স্যানিটেশনের জন্যে এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট থাকবে না।

প্রশ্ন ঃ পানি কমে গেলে, কার ভোগান্তি বেশি হয় ?

অংশগ্রহণকারীরা বলতে পারেন,

- মানুষের, বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের
- শস্যের
- প্রাণীর / গবাদি পশুর
- বৃক্ষের ইত্যাদি

একই ধরনের আরেকটি প্রশ্ন ঃ কার পানি দরকার ?

অংশগ্রহণকারীরা বলতে পারেন,

- আমাদের সবার পানির দরকার। ধনী, গরিব, নারী-পুরুষ সকলের। গাছ, শস্য, প্রাণী সবার। সবার পানি দরকার। শস্য জন্মাতে হলে পানি দরকার। মাছ চাষ করতে হলে পানি দরকার, পানি ছাড়া আমরা একমূহর্তও চলতে পারব না।
- মৌসুমে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু সর্বত্র বছরব্যপী পরিস্কার পানি পাওয়া যায় না। উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে, মানুষ বছরে ৭ মাস খরাদাহের মধ্যে থাকে। এছাড়া কৃষকরা কৃষিকাজের জন্যে প্রচুর ভুগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে থাকে। ফলে, নলকূপগুলো পানিশূন্য হয়ে পড়ছে। এতে ভুগছে মানুষ।
- এ কারণে আমাদের একটি সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দিতে হবে। পানির বিভিন্ন ব্যবহার বুঝে সে অনুযায়ী এর প্রয়োজন চিহ্নিত করতে হবে।

সহায়ক এ সময় বাংলাদেশে পানির ব্যবহারে ওপর নিচের পাই-চার্টটি দেখাবেন:

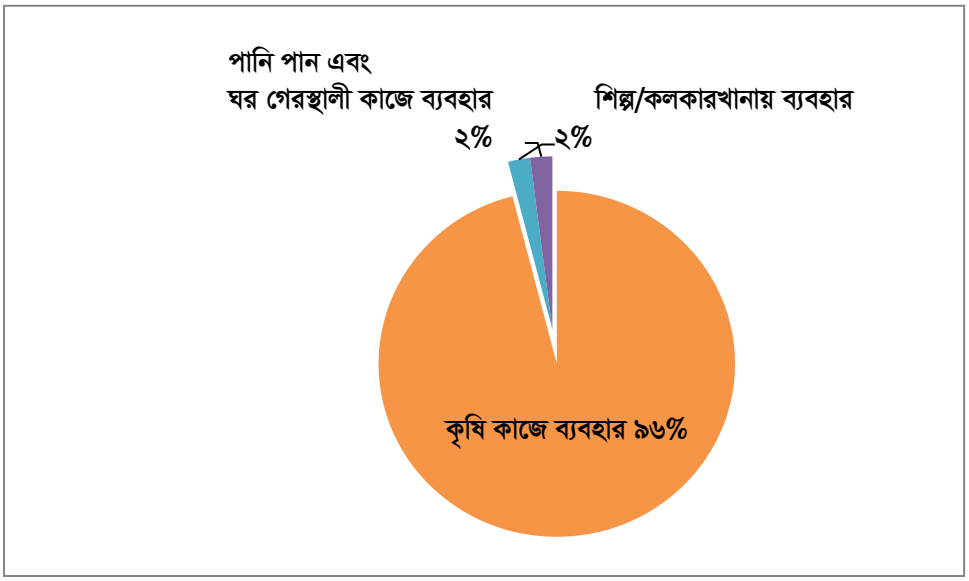

এই পাই-চার্টে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে মোট পানির ৯৬ ভাগ ব্যবহার করছে কৃষি খাত। ২ ভাগ করছে শিল্প, কলকারখানা এবং বাকি ২ ভাগ ব্যবহৃত হচ্ছে গৃহস্থালী কাজ ও পান করার জন্যে। কাজেই, কৃষি খাতই খাবার পানির সিংহভাগই ব্যবহার করছে। যেহেতু কৃষিকাজে বেশির ভাগ পুরুষই নিয়োজিত রয়েছে, তারাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কৃষি কাজে তারা পানি বা অন্যান্য পরিসেবা কতটুকু ব্যবহার করবে। তাছাড়া নীতিনির্ধারকদের অধিকাংশই হচ্ছে পুরুষ। কাজেই, মাত্র যে ২ ভাগ পানি নারীরা গৃহস্থলী কাজে ব্যবহার করছে সেদিকে নজর দেয়া হচ্ছে কম। আশংকার ব্যাপার হলো কৃষিকাজে যদি এভাবে পানি ব্যবহার হতে থাকে, একদিন পানের জন্যে এতটুকু পানিও অবশিষ্ট থাকবে না।

এটা ভাল যে ভোলায় সেচ কাজে ভুগর্ভস্থ পানি ব্যবহার হয়না বললেই চলে। এখানে মূলত ভূ-উপরিভাগের পানি ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে সময় এসেছে পান করা ও গেরস্থলী কাজে যে পানির ব্যবহার হচ্ছে তার দিকে নজর দেয়া। এর ওপর নির্ভর করছে সমগ্র সমাজ ও জাতির কল্যাণ।

পানির সংকট হলে সবাইকে কম বেশি ভুগতে হয়। তবে কিছু মানুষ বেশি ভোগেন। এরা হচ্ছে পিছিয়ে পড়া হতদরিদ্র মানুষ, ধর্মীয় ও নৃতাত্বিক ভাবে সংখ্যালঘু মানুষ, যাযাবর/বেদে, প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ ও বৃদ্ধ নারী পুরুষ ও শিশু। বিশেষত নারীদের মধ্যে যাদের বাইরে যাওয়ার ও কথা বলার সুযোগ কম, এমন সব মানুষদের কষ্টের সীমা থাকেনা। তবে পৃথিবীর একেক দেশে একেক রকম পানি আইন ও নীতি রয়েছে। বাংলাদেশেও একটি অত্যন্ত ভাল পানি আইন ও জাতীয় পানি সম্পদ নীতি রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ কেউ কি পানি আইনে পানির ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাধিকারগুলো সম্পর্কে জানেন ?

বাংলাদেশে পানি আইনে পানির ১২ ধরনের ব্যবহার নিয়ে বলা আছে:

১. পানি পান (বেশি অগ্রাধিকার)
২. গৃহস্থালী কাজ
৩. কৃষি কাজ
৪. মৎস্য চাষ
৫. পরিবেশ-প্রতিবেশ
৬. বন ও বন্য প্রাণী
৭. নদী
৮. লবণাক্ততা দূরীকরণ
৯. বিদ্যুৎ উৎপাদন
১০. বিনোদনমূলক কাজ
১১. শিল্প কারখানার কাজ
১২. অন্যান্য যে কোন কাজ

বাস্তবে, সরকারই পানি ব্যবস্থাপনা, এর বিতরণ ও ব্যবহার নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

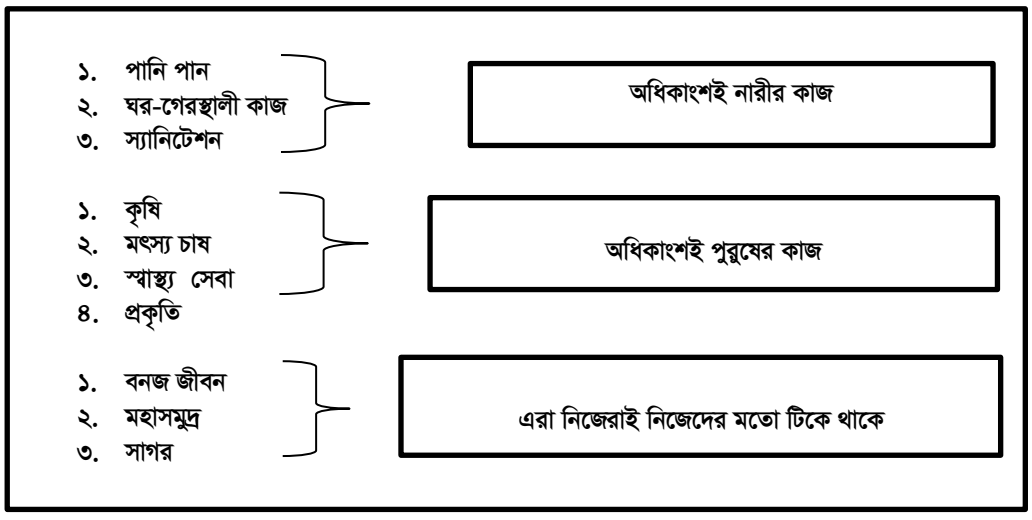

নিচে কিছু প্রশ্ন দেয়া হলোঃ

প্রশ্ন ঃ খাবার পানির জন্যে কে বেশি চিন্তাভাবনা করে?

অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশই হয়তো উত্তর দিতে পারেন- নারী।

প্রশ্ন ঃগেরস্থালী কাজে কে বেশি পানি নিয়ে ভাবেন?

অংশগ্রহণকারীদের উত্তর সম্ভবতঃ হবে- নারী।

প্রশ্ন ঃ মৎস্য চাষ ও কৃষি কাজের ব্যাপারে আগ্রহী কে বেশি?

অংশগ্রহণকারীদের উত্তর সম্ভবতঃ হবে- ২৫% নারী ৭৫% পুরুষ।

প্রশ্ন ঃ বন, সমুন্দ্র, প্রাণী ও নদী নিয়ে আগ্রহ কার বেশি?

অংশগ্রহণকারীর উত্তর হতে পারে- নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান আগ্রহ প্রদর্শন করে।

প্রশ্ন ঃ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিক্ষা কলকারখানা নিয়ে কে বেশি আগ্রহী?

অংশগ্রহণকারীর উত্তর হতে পারে- ৫% নারী, ৯৫% পুরুষ

এখানে প্রশিক্ষক নারীদের কাজগুলো সবুজ রঙে এবং যে কাজগুলোয় পুরুষরা বেশি আগ্রহী তা লাল রঙে চিহ্নিত করে দিবেন। নারী ও পুরুষের কাজের এই তালিকা তুলনা করলে দেখা যাবে, নারীরাই পানি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সম্পৃক্ত কিন্তু পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারাই সবচেয়ে কম এগিয়ে রয়েছে। অপরদিকে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে পুরুষের হাতে। কাজেই এ চিত্রটি কারোর জন্যে আশাব্যঞ্জক নয়।

এটা মনে রাখতে হবে জীবন ধারণের জন্যে সুপেয় পানির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। কিন্তু পানযোগ্য পানির পরিমাণ সবচেয়ে কম রয়েছে। অপর দিকে, সুপেয় পানি হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু ৯৬ ভাগ পানিই ব্যবহৃত হচ্ছে কৃষি কাজে। আবার, নারীই হচ্ছে সুপেয় পানি সংগ্রহ এবং গেরস্থালী কাজে পানি ব্যবহারের মূল দায়িত্ব পালনকারী। খাবার পানি পাওয়া না গেলে নারীরাই সবচেয়ে বেশি কষ্টে পড়েন এবং পর্যায়ক্রমে সবাই - পুরুষ, শিশু, বাড়ির সকলে এবং সমাজের প্রতিটি মানুষই কষ্টের শিকার হয়।

পানি দূষণ মানুষের নিরাপদ পানি ব্যবহারে সুযোগ আরো কমিয়ে দেয়।

প্রশ্ন ঃ কে সবচেয়ে বেশি পানি দূষণ করে ?
প্রশ্ন ঃ পানি দূষণ ঘটলে কে বা কারা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় ?

অংশগ্রহণকারীরা বলতে পারেন যে সবাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তবে দরিদ্র মানুষই ক্ষতিগ্রস্থ হয সবচেয়ে বেশি।

প্রশ্ন ঃ আমরা কিভাবে পানি দূষণ করে থাকি?

অংশগ্রহণকারীরা বলতে পারেন যে আমরা খালবিল, নদী, সমুদ্রে এবং জলাশয়ে নানা ধরণের ময়লা/বর্জ্য নিক্ষেপ করে সেগুলো দূষণ করে থাকি। এই পর্যায়ে প্রশিক্ষক বলবেন যে এই ময়লা ধীরে ধীরে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। পরে তা মহাসমুদ্রকেও দূষিত করে ফেলে। আমরা জানি কোন কোম্পানী/ কলকারখানা পানি দূষণ করে, অথচ তারপরও আমরা বাজারে গেলে তাদের উৎপাদিত পণ্যটিই কিনে

নিয়ে আসি। কাজেই অংশগ্রহণকারীদের সমাজের স্বার্থে তাদের ভোক্তা অধিকার আরো সচেতনভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ পানি পান করার জন্যে এই এলাকায় কী কী উৎস রয়েছে?

অংশগ্রহণকারীরা বলতে পারেন, মানুষ গভীর নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করে। এছাড়াও অন্যান্য উৎস হলো ঃ মাটির উপরিভাগের পানি অর্থাৎ পুকুর বা নদী। অংশগ্রহণকারীরা এসময় কি ধরনের পানি, কোথায় পাওয়া যায়, ইত্যাদি বিশদ তথ্য দিতে পারেন। প্রশিক্ষক এই তথ্য তাৎক্ষণিক ফ্লিপচার্টে লিখে ফেলবেন।

উদাহরণ: ভোলা, বাংলাদেশ। ভোলায় যে প্রশিক্ষণ হয়েছিল সেখানে পানির প্রাপ্যতা ও ব্যবহার নিয়ে আলোচিত মূল ইস্যুগুলো এখানে সংক্ষেপে বলা হলো ঃ

- ৯০% মানুষ সহজেই নিরাপদ পানযোগ্য পানি পেয়ে থাকেন, তবে ১০% ভাগ মানুষ, যারা দূরবর্তী দ্বীপাঞ্চলে বসবাস করেন তারা সহজে পানযোগ্য নিরাপদ পানি পায় না।
- কিছু কিছু এলাকায় আবার কোনো কোনো সময়ে পানি লবণাক্ত হয়ে যায়।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুকুর ও টিউবয়েল থেকে পানি পাওয়া যায়।
- পানি পানের জন্যে এসব এলাকার মানুষ মূলত গভীর নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করে।
- ঘর গেরস্থলী কাজে পুকুরের পানি ব্যবহৃত হয়।
- যারা গভীর নলকূপ থেকে পানি ব্যবহার করে তাদের পানি সংকটে পড়তে হয় না।
- যারা পুকুর বা নদী থেকে পানি সংগ্রহ করে তারা বিশেষত জানুয়ারী থেকে এপ্রিল- এই মাসগুলোতে বেশ অসুবিধেয় পড়ে।
- শহরের মানুষ নিজ নিজ বাসা বা সবার জন্যে উন্মুক্ত কোন কল থেকে পানি সংগ্রহ করে এবং সেই পানি ফুটিয়ে পান করে। এই পানি গেরস্থালীর কাজেও ব্যবহৃত হয়।
- ভুগর্ভস্থ পানিতে কোন আর্সেনিক থাকে না।
- যেসব মানুষ নদীর পাড়ে থাকে তারা নদী হতে পানি সংগ্রহ করে।
- যাযাবর/বেদে সম্প্রদায়ের মানুষ যারা নৌকায় বসবাস করে তারা সাধারণতঃ টিউবয়েল হতে পানি সংগ্রহ করতে পারে না। যখন পারে, তখন দিনে সর্বোচ্চ দুইবার টিউবওয়েল থেকে পানি সংগ্রহ করে। কখনো কখনো নদীর পানিতে ফিটকিরি/ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে বিশুদ্ধ করে পানি পান করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকে না। লোকালয়ে টিউবওয়েলে পানি সংগ্রহ করতে গেলে অনেক সময় তাদেরকে 'বাইদ্যা' বলে অন্যান্যরা উপহাস করে থাকে।

- অধিকাংশ নারীর ঘরের কাছেই পানির উৎস রয়েছে। তবে যেসব নারীরা গুচ্ছগ্রামে বসবাস করে কোথাও কোথাও তাদেরকে পানি সংগ্রহ করতে যাওয়া-আসায় আধ ঘন্টার বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। কোনো কোনো জায়গায় আরও সময় লাগে।
- স্থানীয় ইমাম সাহেবও এভাবে পানি সংগ্রহ করেন। যদিও এটা পুরুষের কাজ নয় বলে ভাবা হয়,তবে তিনি যেহেতু নিজ ঘরের নারীদের বাইরে গিয়ে পানি সংগ্রহ করতে দিবেন না, সে কারণে নিজেই দিনে আন্ততঃ ৫-৬ বার এভাবে পানি সংগ্রহ করেন। এবং এ জন্যে প্রতিবারেই তার ন্যুনতম ৫ মিনিট সময় ব্যয় করতে হয়।
- পৌর এলাকার সব মানুষকে পানি সরবরাহ করার নির্দেশনা থাকলেও এলাকার সবাই তা সমান ভাবে পায় না। ক্ষমতাবানরাই এ সুবিধে বেশি ভোগ করে। ভোলার পূর্ব ইলশায় দেখা গেছে, বিশেষ কোন একটি বাড়ির আশেপাশে একাধিক টিউবওয়েল রয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো এলাকায় দশটি বাড়ির আশেপাশেও কোন টিউবওয়েল নেই।

প্রশিক্ষক বলবেন, এ জন্য অর্ন্তভুক্তির (inclusion) বৈশিষ্টগুলোর ওপর জোর দিতে হবে। অর্থাৎ পেছনে পড়ে থাকবেনা কেউ। (এটি উদাহরণ দিয়ে বলতে হবে।) ধরা যাক, ২০ জনের একটি দলে অসুবিধেগ্রস্থ ২ জন রয়েছে। অর্ন্তভুক্তিমুলক দল করতে হলে সেই ২ জনের কথাও মাথায় রাখতে হবে। হতে পারে সেই ১৮ জন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যাদের কোন সমস্যা নেই। সেক্ষেত্রে সেই ১৮ জনকে এমনভাবে অ্যাডভোকেসি/ লবি করতে হবে যাতে অসুবিধেয় থাকা সেই ২ জন মানুষের কষ্টও দূর করা যায়। তাদের অধিকার নিশ্চিত করা যায়।

গভীল নলকূপের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এগুলো সাধারণত এমন জায়গায় স্থাপিত হয় যেখান থেকে সবাই সমানভাবে পানি সংগ্রহ বা ব্যবহার করতে পারে না। কেননা এলাকার ক্ষমতাবান মানুষদের দখলে থাকে এই নলকূপগুলো। যেখান থেকে দরিদ্র মানুষ সহজে পানি পায় না। এতে দরিদ্র মানুষ, বিশেষতঃ দরিদ্র নারীরা সবচেয়ে বেশি অসুবিধেয় পড়ে। তাদেরকে পানি সংগ্রহ করার জন্যে ধনী মানুষদের বাড়িতে যেতে হয়। যা হয়তো তাদের বাড়ি হতে অনেক দূরে। আর সেখানে গেলেও নানা কারণে তারা প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত পানি আনতে পারে না। উপরন্তু নানাভাবে নিগৃহীত হতে হয়।

প্রশিক্ষক তাই অর্ন্তভুক্তির বিষয়টি ভালভাবে ব্যাখ্যা করে বলবেন, যে সুশীল সমাজ সংগঠন হিসেবে তারা হয়তো সমাজের ২০% মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু তাদেরকে ১০০ ভাগ মানুষের অধিকার আদায়ের জন্যে অ্যাডভোকেসি/লবি করে যেতে হবে। যাতে নারী পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, বেদে, তৃতীয় লিঙ্গ সহ কোন মানুষই বঞ্চিত না হয়। কেননা এ সকল মানুষের প্রয়োজন বা চাহিদা এক রকম হয় না। কাজেই অ্যাডভোকেসি/ লবি করার সময় সকলের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদার কথাও বিবেচনা করে তা যথাযথ ভাবে তুলে ধরতে হয়।

ভোলায়, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে আসা এক অংশগ্রহণকারীর মন্তব্য ছিল, কোন টয়লেট না থাকলে একজন নারী যেভাবে অসুবিধেয় পড়ে একজন পুরুষ সেভাবে পড়ে না। আরেকজন বলেছিলেন, এখানকার নারীরা সাধারণতঃ ঘরেই থাকেন, কারণ তাদের ঘর গেরস্থলীর দায়িত্বসহ বাড়ির বাইরে যাওয়ায় বিধিনিষেধ থাকে। এছাড়াও নারীদের নানা ধরনের পরিস্থিতির (যেমন- মাতৃত্ব, মাসিক ইত্যাদি) অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। যে কারণে তাদের পৃথক টয়লেট এর প্রয়োজন রয়েছে।

প্রশিক্ষক বলবেন, এজন্যে অন্তর্ভুক্তির প্রথম শর্ত হলো অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রাখা এবং অপরকে বুঝতে পারা। যেহেতু কমিউনিটিতে সবার পরিস্থিতি কখনো একই রকম হয় না। সেজন্য অপরের চাহিদা বা প্রয়োজন মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে এবং তা আন্তরিকতার সাথে উপলব্ধি করতে হবে। সে অনুযায়ী অ্যাডভোকেসি কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে।

প্রশিক্ষক এবার পানি বিতরণে যে অসমতা রয়েছে এবং কৃষিখাতের সাথে অন্যান্য খাতে পানির ব্যবহার নিয়ে যে অসামঞ্জস্য রয়েছে সে বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করবেন।

> ***প্রশ্ন ঃ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রাপ্তিতে যে বৈষম্য রয়েছে তা কিভাবে দূর করা যায়? কোনো পরামর্শ?***

এই প্রশ্নের উত্তরে ভোলায়, অংশগ্রহণকারীরা যে উত্তর দিয়েছিলেন তা সংক্ষেপে নিচে দেয়া হলো ঃ

- গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে, ৫০ ভাগ নারীর অংশগ্রহণ প্রয়োজন।
- নারীদেরই সিদ্ধান্ত গ্রহণে থাকা উচিত। কারণ তারাই মূলত ঘরে খাবার পানির ব্যবস্থা করেন, তারা গেরস্থালী কাজ করেন। রান্না করাসহ ঘর-গেরস্থালীর কাজে পানি ব্যবহার করে থাকে। এমনকি পুকুরে মাছ চাষেও তাদের রয়েছে অগ্রণী ভূমিকা।
- আমাদের সবারই পানির দরকার। যদি এমন অবস্থা হয় যে খাবারের জন্যে কোন পানি অবশিষ্ট থাকবেনা সেক্ষেত্রে অবশ্যই নারীদেরকেই পানি ব্যবহারে মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।
- পানি সংগ্রহ করে আনার কাজটি পুরুষ করলে কোন দোষ দেখি না। যদি সত্যিই তারা এ দায়িত্ব নেয় তবে পানি সম্পদের ঘাটতি কম হবে। তখন দূর থেকে পানি সংগ্রহে যে ঝুঁকি এবং কষ্ট তখন তারা সেটা বুঝতে পারবে।
- যদি নারী ও পুরুষ উভয়ে কৃষি কাজ করে তবে কী হবে? এতে কী এমন কিছু পার্থক্য হবে?
- ৭০ ভাগ নারীকেই পানি সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে থাকা উচিত।

ভোলায় এই সেশনটি এই বক্তব্য দিয়ে শেষ হয়েছিল **‘‘পানি আমাদের অধিকার। পানি ছাড়া আমরা কেউ বাঁচবনা। কাজেই পানি নিয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে’’।**

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্ক: জেন্ডার ও স্যানিটেশন

এই সেশনে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্ডা- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

এসডিজি ১ ঃ আর দারিদ্র্য নয়

এসডিজি ২ ঃ সবার জন্যে খাদ্য নিরাপত্তা

এসডিজি ৫ ঃ নারী পুরুষে সাম্য/সমতা

এসডিজি ৬ ঃ সবার জন্যে নিরাপদ পানি ও উন্নত স্যানিটেশন

এসডিজি ৬ মূলত, ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্যে নিরাপদ পানি ও উন্নত স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

প্রশ্নঃ আপনার জেলায় আনুমানিক শতকরা কতজন মানুষ স্যানিটেশন সুবিধা (টয়লেট) ব্যবহার করতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

ভোলার সকল অংশগ্রহণকারী তাৎক্ষণিকভাবে এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, শহর এলাকায় ৯৫ ভাগ মানুষের স্যানিটেশন সুবিধা রয়েছে। তবে দূরবর্তী ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোয় পানি পরিস্থিতি বেশ

খারাপ। তাহলে নিরাপদ, উন্নত স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসন্মত টয়লেট বলতে কি বুঝা যায়? এই প্রশ্নের উত্তর প্রশিক্ষণ যে এলাকায় হচ্ছে, সে এলাকার পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে হতে পারে।

একটি স্বাস্থ্যসন্মত টয়লেটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ

- পর্যাপ্ত পানি সুবিধা থাকবে
- দুই-পিট পদ্ধতির (Two Pit) হবে
- দুর্গন্ধহীন হবে
- পোকা মাকড় হতে মুক্ত থাকবে
- যথাযথ ড্রেনেজ/পয়:নিষ্কাশন সুবিধা সম্বলিত হবে।

তবে বন্যা, জলোচ্ছাস হলে এসব লেট্রিন/টয়লেট ডুবে যায়। এতে শুধু লেট্রিনের ক্ষতিই হয় না, সাথে সাথে পানিতে জীবাণু সংক্রমণ ঘটে এবং সংক্রামক ব্যাধি ছড়ায়। ভোলায় অংশগ্রহণকারীদের যখন স্যানিটেশন সুবিধে নিয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন অধিকাংশই উত্তর দেন যে তাদের রিং স্ল্যাব লেট্রিন রয়েছে। যদিও কিছু শর্ত পূরণ না হলে রিং স্ল্যাব বিশিষ্ট লেট্রিনকে উন্নত লেট্রিন বলা যায় না। এই বিষয়টি অ্যাডভোকেসি করার সময় বিবেচনায় রাখতে হবে।

মজার ব্যাপার হলো এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার পর অংশগ্রহণকারীদের মতে স্যানিটেশন সুবিধা রয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা ৯৫ ভাগ থেকে (যেটি পূর্বে তারা বলেছিল) শহর এলাকার ক্ষেত্রে ২০ ভাগে নেমে আসে। এবং গ্রাম এলাকায় এই হার আরো কম বলে তারা জানান। সার্বিকভাবে পুরো ভোলায় স্যানিটেশন সুবিধার প্রকৃত হার ১০ ভাগের বেশি হবে না বলে তারা পরিশেষে মন্তব্য করেন। কাজেই এটিকেই যদি প্রকৃত চিত্র বলা যায়, তবে দশ বছর আগে পরিস্থিতি আরো কত খারাপ ছিল সেকথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

প্রশ্নঃ স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে নারী, শিশু, পুরুষ, বৃদ্ধ এবং প্রতিবন্ধী মানুষের মূল সমস্যাগুলো কী মনে হয় ?

অংশগ্রহণকারীদের উত্তরের সারসংক্ষেপ ছিল নিম্নরূপ-

- গ্রামে টয়লেটগুলো সাধারণত: বাড়ি থেকে ৫-১০ মিটার দূরে থাকে। এতে পুরুষের তুলনায় নারীদের সমস্যা বেশি হয়।
- শহরে হয়তো ঘরের সাথেই টয়লেট থাকে বা টয়লেট/বাথরুম বাড়ির কাছাকাছি থাকে। কিন্তু গ্রামে সাধারণত এ সুবিধে নেই। এতে গর্ভবতী নারীরা খুবই অসুবিধেয় পড়ে।
- গ্রামে সব বাড়িতেই ঘরের সাথে/কাছে মেয়েদের জন্যে টয়লেট থাকে না।
- কমিউনিটিতে পুরুষদের জন্যেও লেট্রিন থাকে। তবে সেগুলো তেমন পরিস্কার থাকে না।
- প্রতিটি উপজেলায়, যারা ভূমিহীন তাদের জন্যে গুচ্ছগ্রাম রয়েছে। এই গুচ্ছ গ্রামগুলোতে প্রতি ২০টি পরিবারের জন্যে ১টি টয়লেট রয়েছে। নারীদের জন্যে এই কমন টয়লেট/লেট্রিন খুবই অসুবিধেজনক।

- গুচ্ছ গ্রামগুলোতেও কোনো কোনো ঘর থেকে টয়লেট বেশ দূরে। ফলে নারী, বৃদ্ধদের জন্যে বিশেষতঃ রাতে টয়লেট যাওয়া অসুবিধে হয়ে দাঁড়ায়।
- সর্বসাধারণের জন্যে এই টয়লেটগুলো সাধারণত নোংরা থাকে। যেহেতু এগুলো পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তেমন কেউ দায়িত্ব প্রাপ্ত থাকে না, এগুলো খুব দ্রুত ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। কখনো কখনো ভেঙ্গে গেলে তা দীর্ঘদিন মেরামতহীন পড়ে থাকে।
- সাধারণতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে (৭০%-৮০% সময়) নারীরাই এগুলো পরিস্কার রাখে। তবে যে টয়লেট বাড়ি থেকে বেশি দূরে সেগুলো পরিস্কারের দায়িত্ব পুরুষরাই পালন করে।
- কম সংখ্যক টয়লেট থাকার কারনে অন্তঃসত্ত্বা নারী এবং বৃদ্ধমানুষ বেশি অসুবিধেয় পড়ে।
- প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষের প্রয়োজন বিবেচনা করা প্রয়োজন রয়েছে।
- বৃদ্ধমানুষের জন্যে উঁচু কমোড বিশিষ্ট টয়লেট প্রয়োজন। তবে তরুণ/অল্পবয়সীদের জন্যে নিচু কমোড ঠিক আছে।
- অন্তঃসত্ত্বা নারী ও নতুন মা'দের জন্যেও ঘরের কাছে/সাথে টয়লেট প্রয়োজন এবং সেটি অবশ্যই উঁচু কমোড বিশিষ্ট হতে হবে।

স্যানিটেশন বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের উত্তরগুলো ছিল নিম্নরুপ ঃ

- পরিবেশের স্বার্থে ও পরিবারের কল্যানের জন্যে টয়লেট পরিস্কার রাখা উচিত।
- আমাদের নিজেদের এবং অপরকেও সচেতন হতে হবে।
- নদীতে কোন লেট্রিন না থাকলেও পুরুষদের তাতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু নারীদের জন্যে তা ভীষণ অসুবিধাজনক।
- সকলের জন্যে চাই পরিষ্কার টয়লেট।

ইমাম ঃ আমি নদীতে ভাসমান বেদেদের জন্য টয়লেটের সুপারিশ করব।
মৎস্যবিদ ঃ আমার কর্মীদের জন্যে পৃথক টয়লেট রয়েছে।
ডাক্তার ঃ হাত ধোয়ার প্রয়োজন রয়েছে
দধি-
প্রস্তুতকারী ঃ টয়লেটে যাওয়ার জন্যে পৃথক স্যান্ডেল থাকতে হবে। নারীদের জন্যে প্রয়োজন আলাদা শৌচাগার।

প্রশ্ন ঃ দরিদ্র মানুষের জন্যে পানি ও স্যানিটেশন সুবিধে নিয়ে এ এলাকায় কী কোন অ্যাডভোকেসির কাজ হয়েছে? সে কাজে নারীরা কি সম্পৃক্ত ছিল?

প্রশ্ন ঃ এতে কি অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়েছে? পরিবর্তনের কোনো উদাহরণ আছে?

প্রশ্ন ঃ স্কুলে ছেলে ও মেয়েদের জন্যে পৃথক টয়লেট না থাকলে কী অসুবিধে হতে পারে?

(প্রশিক্ষকের প্রতি: মেয়েদের মাসিককালীন পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাপনার বিষয়টি যদি প্রশিক্ষণ কক্ষে কেউ না তুলেন, তবে বিষয়টি আপনি তুলুন এবং আলোচনা করুন।)

উপরে উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তরে ভোলায় প্রাপ্ত মতামতসমূহ ঃ

- এনজিওগুলো ইউনিয়ন পরিষদ বাজেটে স্যানিটেশনের জন্যে অর্থ রাখতে এবং বাজেট কমিটিতে নারীদের অর্ন্তভুন্ত করতে অ্যাডভোকেসি করে যাচ্ছে।
- স্কুলগুলোতে ছেলে ও মেয়েদের জন্যে আলাদা আলাদা টয়লেট স্থাপন করা দরকার।
- গণপরিবহনের রুটগুলোতে পাবলিক টয়লেট স্থাপন করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদগুলো নারীদের পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করেছে।
- মাসিকের দিনগুলোতে মেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না। কেননা সব স্কুলে মেয়েদের জন্যে আলাদা কোন টয়লেট নেই। এজন্যে সরকারকে প্রতিটি স্কুলে মেয়েদের জন্যে আলাদা টয়লেট স্থাপনসহ তাদের মাসিককালীন পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থাপনার (এমএইচএম) উদ্যোগ নিতে হবে।
- কোনো কোনো স্কুলে মেয়েদের আলাদা টয়লেট থাকলেও এগুলো অধিকাংশ সময় খুব নোংরা থাকে। ফলে মেয়েরা সেগুলো ব্যবহার করতে চায় না। এতে তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়ে থাকে।
- কখনো কখনো টয়লেটে পানির সরবরাহ থাকে না। কাজেই টয়লেট একবার নোংরা হয়ে গেলে পরে আর কেউ সেটি ব্যবহার করতে পারে না।
- প্রতিবন্ধীদের স্যানিটেশন অসুবিধার কথা খুব কমই বলা হয়। শুধু শারিরীক প্রতিবন্ধীই নয়, মানসিক প্রতিবন্ধীরাও এর অভাবে অসুবিধেয় পড়েন। এদের মধ্যে নারী প্রতিবন্ধীদের কষ্টের কোন সীমা থাকে না।
- স্থানীয় গ্রামগুলোতে, টয়লেট সাধারণতঃ উঁচু প্ল্যাটফর্মে স্থাপিত হয় যাতে এগুলো সুরক্ষিত থাকে। এতে নারীদের অসুবিধে হয়ে থাকে। জরুরি প্রয়োজনে অনেক বাড়িতে নিচু প্যান-এর টয়লেট বসানো হয়। যা তাদের ব্যবহারের অনুপযোগী।
- বৃদ্ধ মানুষের জন্যে প্রয়োজন উঁচু কমোডের টয়লেট। কিন্তু এটা কিছুটা ব্যয়বহুল। তবে সুবিধে ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করলে এটিকে ব্যয়বহুল ভাবা ঠিক নয়। মানুষ যদি এখন সহজেই একটি স্মার্ট ফোন/ মোবাইল ক্রয় করতে পারে তাহলে বাড়ির বয়স্ক মানুষের কথা বিবেচনা করে একটি উঁচু কমোড স্থাপন করতে পারবে না কেন?
- বাজারে কমদামের প্যান বসানো প্ল্যাস্টিক চেয়ার পাওয়া যায়। প্রয়োজনে এগুলোও ব্যবহার করা যেতে পারে।

পারস্পরিক আলোচনা পর্ব ঃ

প্রশ্নঃ আপনি কী মনে করেন, সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও স্যানিটেশনে প্রান্তিক মানুষসহ ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার মানুষদের চাহিদাগুলোও বিবেচনা করা প্রয়োজন ?

প্রশ্নঃ আপনি যখন অ্যাডভোকেসি বা লবিং কয়েন তখন কী নারী, পুরুষ প্রতিবন্ধী সহ অন্যান্য সকল মানুষের কথা আলাদাভাবে চিন্তা করেন?

প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের সকলের কাছ থেকে তাদের অ্যাডভোকেসি কাজ এবং সেশনের ওপর মতামত দিতে আহ্বান জানাবেন।

ভোলায় প্রাপ্ত উত্তরগুলো এখন সংক্ষিপ্তভাবে দেয়া হলো ঃ

- ওয়াটারশেড প্রকল্প ভোলায় পানি ও স্যানিটেশনের জন্যে যে কাজ করছে তার জন্যে আমরা গর্বিত।
- আমরা জেন্ডার বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম কিন্তু আজ অনেক কিছু জেনেছি। এখন এ বিষয়ে আমরা কাজ করতে পারব।
- ভোলায় স্যানিটেশন পরিস্থিতি খুবই খারাপ। এই পরিস্থিতি উন্নয়নে এখন আমাদের কাজ করতে হবে।
- আজ আমরা নিরাপদ স্যানিটেশন সম্পর্কে জেনেছি। এখন বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের স্যানিটেশন ব্যবস্থা কত দুর্বল। কাজেই এখন এ বিষয়ে নজর দিতে হবে।
- অধিকাংশ মানুষই টয়লেট কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা জানে না। এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ইউনিয়ন পরিষদ এ বিষয়ে জনগণকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে পারে। মানুষ নিজ তাগিদেও তা শিখে নিতে পারে।
- আজ আমরা জেন্ডার কিভাবে পানি ও স্যানিটেশন বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত তা জানতে পারলাম।
- আজ আরও জানতে পারলাম কিভাবে সকল প্রান্তিক মানুষের প্রয়োজন ও ইস্যুগুলো বিবেচনায় নিতে হয়।
- পানি ও স্যানিটেশনের অসুবিধা হলে নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ে। সরকার ও এনজিওগুলোকে এ বিষয়ে নজর দিতে হবে।
- আমাদের সমাজ নারী ও শিশুদের চাহিদা কম বিবেচনা করা হয়। একটি নারী ও শিশু বান্ধব পরিবেশ তৈরি না করা গেলে আমাদের প্রকৃত উন্নয়ন হবে না।

- এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে আমরা অনেক কিছু জেনেছি। যারা এ কর্মশালায় অংশ নিতে পারে নাই। তাই ফিরে গিয়ে গিয়ে আমরা যা শিখেছি তা তাদের জানাব।
- আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, সকল নারী পুরুষ, ধনী দরিদ্র, নির্বিশেষে সবার জন্যে একটি সুষম নিরাপদ পানি বিতরন ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। আমরা এ বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাতে চাই।
- নারী ও পুরুষের জন্যে, ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্যে সবখানে আলাদা আলাদা টয়লেট প্রয়োজন।
- গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ ও পর্যাপ্ত পানি ও স্যানিটেশন সেবা বিষয়ে গণ সচেতনতা খুবই জরুরি।

আলোচনা ও মতবিনিময় শেষে প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের সফলভাবে এই সেশনে অংশগ্রহণের জন্যে ধন্যবাদ জানাবেন।

সেশন-২

জেন্ডার ও পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH)

সেশন-২ঃ জেন্ডার ও পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH)

কার্যসূচি

০৯:০০	প্রশিক্ষণের জন্যে ভেন্যুর প্রস্তুতি - ব্যানার টাঙ্গানো (লোগো সবচেয়ে উপরে দিতে হবে) - অংশগ্রহণকারীদের একে একে আগমন ও সাক্ষাৎ
০৯:৩০	উদ্বোধনী, স্বাগত বক্তব্য
০৯:৪০	পরিচয়পর্ব ঃ অংশগ্রহণকারী ও সহায়ক একে একে পরিচয় দেবেন - নাম - সংগঠন - সংগঠনে যে কাজ করেন
০৯:৫৫	সেশন পরিচিতি ঃ - সেশনের কার্যসূচি পড়া ও ব্যাখ্যা করা - অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশন চলাকালেই প্রশ্ন করতে এবং মত ব্যক্ত করতে উৎসাহ দেয়া - প্রশিক্ষণকে অংশগ্রহণমূলক, পারস্পরিক আলোচনা সমৃদ্ধ করতে অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ করা
১০:১০	সেশন-১ এর বিষয়সমূহের পুনরালোচনা - জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভূক্তি - পানি ব্যবস্থাপনার মূল ইস্যুসমূহ - অংশগ্রহণকারীরা আর কী মনে করতে পারছে? অংশগ্রহণকারীরা কাকে প্রতিনিধিত্ব করছে? সুশীল সমাজ সংগঠনের অর্জন এবং তাদের মাধ্যমে আসা পরিবর্তনসমূহ অ্যাডভোকেসি সভায় অংশগ্রহণ
১১:১০	দলীয় কাজ ৫-৬ জনের একটি দল এই ৪টি প্রশ্ন /বিষয় নিয়ে আলোচনা/দলীয় কাজ করবে ঃ ১. আপনার এলাকায় পানি-স্যানিটেশনের অবস্থার কী উন্নতি হয়েছে? ২. আপনি কী মনে করেন এ বছরেও এর উন্নতি হবে? ৩. এই উন্নতি নিশ্চিত করতে আপনি কী করবেন? ৪. যদি প্রযোজ্য হয়, বিকেলে প্রশিক্ষক টিম জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্মকর্তার সাথে দেখা করবে। সেক্ষেত্রে তাকে কী প্রশ্ন করা হবে তা এই দলীয় কাজের মাধ্যমে ঠিক করে নিতে হবে)
১২:৩০	বড় দলে/প্লেনারিতে দলীয় কাজের উপস্থাপনা
০১:৩০	সমাপ্তি

সূচনা

এই সেশনের শুরুতে আগের প্রশিক্ষণে আলোচিত 'জেন্ডার ও অর্ন্তভুক্তি এবং সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রমে জেন্ডার প্রতিক্রিয়াশীল/সংবেদি সামাজিক অন্তর্ভূক্তিমূলক অ্যাডভোকেসি' বিষয়টির পুনরালোচনা হবে। প্রশিক্ষক ইতোমধ্যে কিছু কিছু জায়গা পরিদর্শন করেছেন এবং তথ্য সংগ্রহের জন্যে নানা মানুষের সাথে কথা বলেছেন। এসময় সেগুলোর ফলোআপ হবে। এরপর সবাই নিজ নিজ পরিচয় দেবেন।

পরিচয় পর্বের পর অংশগ্রহণকারীদের জড়তা ভাঙ্গতে জন্যে যেকোন কাজ করা যেতে পারে। উদাহরস্বরূপ, বিভিন্ন দেশে বৃষ্টিপাতের একটি তুলনা করা এবং আবহাওয়া বা জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য কি দেখা যায় তা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। আলোচনা হতে পারে কৃষি কাজ বা মাছ চাষে আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রভাব বা বিভিন্ন মানুষের ওপর প্রভাব নিয়েও।

এরপর প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের খুব মনোযোগের সাথে আলোচনা শুনতে, সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে বলবেন। কেননা অধিবেশনের সময় বেশ সংক্ষিপ্ত। তাদের অনুরোধ করতে হবে যাতে তারা ফিরে গিয়ে যখন সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথে অ্যাডভোকেসি/লবিং করবেন তখন অধিবেশনের আলোচিত বিষয়গুলো যেন তারা বিবেচনায় রাখেন।

জেন্ডার ও সামাজিক অন্তর্ভূক্তি ঃ একটি পুনরালোচনা

প্রশ্ন ঃ আগের অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় আপনার কী মনে আছে?

অংশগ্রহণকারীরা আগের প্রশিক্ষণ থেকে যে যে বিষয় মনে রেখেছিল তা হলো ঃ

- শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে, নারীরা পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণে মূল ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এ সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণীতে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকা এখনো গৌন। অফিসগুলোতে পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হলেও এখনো প্রায় ক্ষেত্রে পুরুষকর্মীর আধিক্য রয়েছে।
- স্যানিটেশনের ক্ষেত্রে, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের যেমন- অন্ত:সত্বা নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী মানুষের চাহিদা বেশিরভাগ জায়গায় বিবেচনা করা হয় না। কাজেই নীতি নির্ধারণের সময় নারী ও প্রান্তিক মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদাগুলো যদি বিবেচনা করা যেত, তাদের কথা শোনা হতো, তবে তাদের পক্ষে পানি ও স্যানিটেশন সুবিধে পাওয়া সহায়ক হতো।

- বাংলাদেশে এখনো কৃষি খাতে ৯৬ ভাগ এবং ২-৩ ভাগ পানি ব্যবহার হয় পান করা ও গেরস্থালীসহ অন্যান্য কাজে।

- পানি ও পয়ঃসুবিধায় পিছিয়ে পড়া, বাদ পড়ে যাওয়া প্রান্তিক মানুষের অর্ন্তভুক্তি প্রয়োজন

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্যানিটেশন, পরিছন্নতা ও ওয়াশ এ অধিক অধিগম্যতা দরকার

- সমাজের কিছু মানুষ পানি পায় আবার কিছু মানুষ একেবারেই পায় না।

- শিশু ও বয়স্ক নারী ও পুরুষের প্রয়োজন অনুযায়ী টয়লেট অর্থাৎ উচু কমোড/নীচু কমোড এবং ঘর/বাড়ি থেকে এর দূরত্ব বিবেচনায় আনা

- টয়লেট এর সুবিধে জেন্ডার সংবেদনশীল নয়। নারীদের জন্যে আলাদা টয়লেট নিয়ে কোন চিন্তা নেই, নেই কোন মাথাব্যাথা।

- পানি এবং স্যানিটেশন নিয়ে গ্রামাঞ্চলে নানা সমস্যা রয়েছে। বিশেষতঃ নারীরা ভুক্তভোগী বেশি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, স্কুলে নারী বা মেয়েদের জন্যে আলাদা টয়লেট নেই।

- নিরাপদ পানির অভাব সর্বত্রই। বিশেষতঃ উপকূলীয় অঞ্চলে। এর কারণ চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা লাঘবের উপায় নিয়ে ভাবতে হবে।

- পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধির সুবিধে ব্যবহারকারী এবং জেন্ডার, পানি এবং স্যানিটেশন ধারণার মধ্যে সংযোগকরতে হবে।

- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের শতকরা হার কত? এবং বেদে জনগোষ্ঠীর পানি, স্যানিটেশন এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার পরিস্থিতি কী ? তারা পানি, স্যনিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) - এ ক্ষেত্রে কী সমস্যার মুখোমুখি হয় ?

- সারা পৃথিবীতে নিরাপদ পানি কমে আসছে। ভবিষ্যতে পানি নিয়ে দেশে দেশে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। সেসাথে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগও বেড়ে যাচ্ছে।

- বেদে জনগোষ্ঠীর পানি ও স্যানিটেশন ব্যবহার পরিস্থিতি ঃ তাদের সমস্যাগুলো কী ? এবং কিভাবে তা সমাধান করা যেতে পারে।

- নিরাপদ পানি পেতে সমস্যাগুলো কী? এবং তা পেতে শুধু নারীই নয় অন্যান্য প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষ যেমন- প্রতিবন্ধী শিশু এবং বয়স্কদের কী ধরণের অসুবিধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে?

- কোন কোন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা এবং ও পানি, স্যনিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করে থাকে ?

- পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH)/সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অসুবিধেগুলো কী কী?

- বার্ষিক বাজেটে ওয়াশ এর জন্যে ইউনিয়ন পরিষদগুলো কত টাকা বরাদ্দ দিয়ে থাকে? এতে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের অংশ কত? এই বাজেট বরাদ্দ কী অংশগ্রহণমূলক উপায়ে নির্ধারিত হয়? নাকি চেয়ারম্যান নিজেই এককভাবে সিদ্ধান্ত নেন?

- আমাদের পানির প্রাচুর্য না থাকলেও আমরা পানি অপচয় করে থাকি। ফলে একদিন খাবার পানির তীব্র অভাব দেখা দেবে। একারণে পানি খরচের ক্ষেত্রে আমাদের মিতব্যয়ী হতে হবে।

- সামাজিক দায়িত্বপালনে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে। একটি অসম ক্ষমতা কাঠামোর কারণে পুরুষের তুলনায় নারীকে বেশি কাজ করতে হয়।

- বিভিন্ন খাতে পানির অপব্যবহার এবং নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী মানুষের স্যানিটেশন সেবাপ্রাপ্তিতে সমস্য রয়েছে।

- কিভাবে পানি সংরক্ষণ করে পরিবেশ বাঁচাতে হয়, তা জানতে হবে।

- 'মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করতে ও কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না' - এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে মানুষকে অন্তর্ভূক্ত করার কৌশল বের করতে হবে ।

- জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যেও জেন্ডার ইস্যু রয়েছে যা বিবেচনায় আনতে হবে।

এ পর্যায়ে প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের বাংলাদেশে পানির ব্যবহার নিয়ে পুনরালোচনা করবেন। তিনি ছবি এঁকে বুঝিয়ে দেবেন সারা পৃথিবীতে সমস্ত পানির কতটুকু সুপেয়, কতটুক লবণাক্ত।]

প্রশিক্ষক বলবেন, বাংলাদেশে ব্যবহৃত পরিস্কার পানির ৯৬ ভাগ কৃষি খাত ব্যবহার করে থাকে। এর মাত্র ২ ভাগ শিল্প/ কল-কারখানায় এবং বাকি ২ ভাগ পান করা ও ঘর গেরাস্থলীর কাজে ব্যবহৃত হয়। যে কারণে অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাতে পরিস্কার পানির অভাব রয়েই যায়। তাই পানি সংরক্ষণের জন্যে আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। নতুবা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে পানির তীব্র সংকটের মধ্যে পড়তে হবে।

এরপর নারী ও পুরুষের পানি ব্যবহারের শতকরা হার নিয়ে আলোচনা হবে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের উত্তর নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

কৃষিতে পানির ব্যবহার - ৯০ ভাগ ব্যবহার করে পুরুষ,
- ১০ ভাগ ব্যবহার করে নারী।

শিল্প/ কলকারখানায় পানির ব্যবহার - ৯০ ভাগ ব্যবহার করে পুরুষ,
১০ ভাগ ব্যবহার করে নারী।
ঘর গেরস্থালির কাজে পানির ব্যবহার - ১০ ভাগ ব্যবহার করে পুরুষ,
৮৫ ভাগ নারী ব্যবহার করে।

প্রশিক্ষক বলবেন, আমরা দেখছি নারীকেই মূলত পানি সংগ্রহ থেকে শুরু করে ঘর গেরস্থালীর কাজে পানির ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা করতে হয়। যা আমাদের অস্তিত্বের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ের কথা বিবেচনা করলে দেখি, পরিস্কার পানির ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৯৫ ভাগ সিদ্ধান্তই পুরুষরা নিয়ে থাকে। কাজেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের অবশ্যই সেইসব নারীদের কথা বিবেচনা করতে হবে যারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন অথচ তারাই সবচেয়ে পানি কম ব্যবহার করতে পারেন।

এই নারীদের কী প্রয়োজন এবং পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে তাদের মতামতগুলো কী, তা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের জানতে হবে। তারা যদি নারীদের ধারণা ও চাহিদাগুলো না বুঝেন, তাদের পক্ষে সবার জন্যে হিতকর সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হবে না। অথচ যত দিন গড়াচ্ছে ততই পানির অভাব বেশি অনুভূত হচ্ছে। নারী ও মেয়েদেরকে অধিকতর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে।

[অংশগ্রহণকারীদের মনে করিয়ে দিন ওয়াটারশেড প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য- 'সফল নাগরিককে ক্ষমতায়িত করা।' তাদের মনে করিয়ে দিন সকল অংশীজন এবং সুশীল সমাজ সংগঠনের কথা। যাদের মূল উদ্দেশ্য 'পেছনে পড়ে থাকবে না কেউ।' সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও ওয়াশ এর আওতায় যেসব নারী পুরুষ পেছনে পড়ে আছে তাদের ইস্যুগুলোর কথা অংশগ্রহণকারীদের চিন্তা করতে বলুন। যাতে তাদের অ্যাডভোকেসি ও লবিং এর ফলে এইসব মানুষ পানি ও স্যানিটেশনের সুযোগ সুষমভাবে ভোগ করতে সক্ষম হয়।]

এরপর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা। প্রশিক্ষক বলবেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের সাধারণ উদ্দেশ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সব মানুষ সবধরণের সেবা, সকল সুযোগ ও সম্পদ সাম্যতা ও নায্যতার ভিত্তিতে পাওয়া নিশ্চিত করা।

এরপর অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন, তারা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য নিয়ে কী জানেন? তারা যা বলতে পারেন তা নিম্নরূপ ঃ

- এই লক্ষ্যমাত্রার ১৭ লক্ষ্য ১৬৯ টার্গেট এবং ২৪৭ সূচক রয়েছে।
- এই ১৭টি লক্ষ্য পৃথিবীর সকল মানুষের ভালো ভাবে বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য নানা ইস্যুর সমাবেশ করেছে।
- যদি এ লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করতে হয় তবে সকলকে পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে যেতে হবে।

- যেহেতু এই লক্ষ্যসমূহ মানুষে মানুষে সমতার কথা বলে, আমাদের দেশের সকল মানুষ বিশেষত প্রান্তিক মানুষ-দরিদ্র নারী, পুরুষ, ভাসমান মানুষ, বেদে, বয়স্ক, প্রতিবন্ধীসহ ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার বিভিন্ন মানুষ- সবাইকে নিয়ে সবার জন্যে কাজ করতে হবে। আমাদের খুঁজে বের করতে হবে তাদের কী সমস্যা, তারা কিভাবে সেসব সমস্যা মোকাবেলা করছে। ভাবতে হবে ভবিষত প্রজন্মের কথাও। সেটি করতে হলে, আমাদের টেকসই উপায়ে কাজ করতে হবে।

প্রশিক্ষক বলবেন, যেকোন পরিস্থিতিতে সবাই সমতা আশা করে যা নিশ্চিত করা অনেকসময় বেশ কঠিন। তাই সমতা নিশ্চিত করতে সুশীল সমাজ সংগঠন এবং সাধারণ মানুষকে সরকারের জনমুখী উদ্যোগগুলোকে সমর্থন ও তা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে হবে।

এবার প্রশিক্ষক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৫,৬,১৩ এর জেন্ডার ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। কেননা এই লক্ষ্যগুলোও পানি এবং সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত।

লক্ষ্য ৫ ঃ জেন্ডার সমতা এবং নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন

প্রশিক্ষক বলবেন, এই লক্ষ্যটি মূলত জেন্ডার বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য। আর বাকী লক্ষ্যসমূহে জেন্ডার নানাভাবে সম্পর্কিত রয়েছে। বাংলাদেশে সরকার এই ইস্যুতে নানা প্রতিশ্রুতি করেছে। যাতে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং অসমতার অবসান হয়, বাল্য বিয়ের নিরসন হয়। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়ার যায়, নারী ও মেয়েদের প্রজনন অধিকার রক্ষিত হয়। শিক্ষায় জেন্ডার বৈষম্যের অবসান হয়। ছেলে ও মেয়েদের উভয়ের উচ্চশিক্ষায় সমান সুযোগসহ মেয়েদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়, যাতে তাদের দক্ষতা বাড়ে, নারীর অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ ঘটে এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত হয়।

বিশেষত ভূমি ও অন্যান্য পরিসম্পদে নারীর প্রাপ্যতা বা অধিকার স্বীকৃত হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যাতে, নারী ও মেয়েদের ওপর মজুরীবিহীন শ্রমের বোঝা কমে। কেননা দেখা গেছে নারী ও মেয়েদেরকে অধিকাংশ সময়ে কোন মজুরী ছাড়াই কাজ করতে হয়। এ বিষয়টি আমাদের গ্রামে, পরিবারগুলোকে বুঝিয়ে বলতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে, সমতার এই বিষয়টি শুধু নারীরই একচেটিয়া নয়। এমনকি শুধু নারী ও পুরুষেরই নয়। এই সমতা নারীতে নারীতে, পুরুষে পুরুষে এবং দেশে দেশেও নিশ্চিত হতে হবে। সব ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করার এই প্রক্রিয়া সচল রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজ হিসেবে সরকারকেও সহযোগিতা করতে হবে।

লক্ষ্য ৬ ঃ সবার জন্যে পরিস্কার পানি ও স্যানিটেশন

পানি ও স্যানিটেশন সবার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে এখনো ১৬ বিলিয়ন মানুষ পরিস্কার পানি

থেকে বঞ্চিত। ২.৪ বিলিয়ন মানুষের নেই টয়লেট সুবিধা। এখানেও জেন্ডারের প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। আমরা জানি, পুরুষ মানুষ যেকোন জায়গাতেই হয়ত তাদের টয়লেটের কাজ সারতে পারে। কিন্ত নারীদের জন্যে যথাযথ টয়লেট খুবই জরুরি। সেসাথে নারী যেহেতু ঘর-গেরস্থালীর কাজেও পানি ব্যবহার করে থাকে, পানি তাদের জন্যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

লক্ষ্য ১৩ ঃ জলবায়ু কার্যক্রম

উন্নয়নশীল দেশগুলোর গ্রামাঞ্চলে, নারী ও মেয়েরাই পরিবারের জন্য পানি ও জ্বালানী সংগ্রহের দায়িত্বে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ার (খরা, অতিরিক্ত লবণাক্ততা, বন-ধ্বংস) কারণে তাদেরকে দিনের কয়েক ঘন্টা সময় পানি ও জ্বালানী সংগ্রহ করার কাজে ব্যয় করতে হয়। এতে তাদের আয়, শিক্ষা জীবনসহ নানা কাজে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। তাছাড়া এখনো বিশ্বব্যপী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে, ৮০ ভাগ নারী ও মেয়েদেরকেই বেশি ভুগতে হয়।

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার মূল বিষয়সমূহ ঃ

যেসব খাতে পানি ব্যবহার হয় ঃ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, সেচ, পরিবেশ রক্ষা এবং শিল্প/কলকারখানা। বাংলাদেশে ৯৬ ভাগ পানি ব্যবহৃত হয় কৃষিখাতে। ২ ভাগ খাবার পানি ও ঘর গেরস্থালীর কাজে এবং বাকি ২ ভাগ শিল্পে। পরিস্কার পানির এই অভাবের কারণে সব মানুষই কষ্ট পায়, তবে কিছু কিছু মানুষকে ভুগতে হয় বেশি। এরা হচ্ছে দরিদ্র, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও ভিন্ন ধর্মের মানুষ, প্রতিবন্ধী, শিশু ও বয়স্ক মানুষ এবং নারী। এরা যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারেন না। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় মানুষদের কাছে গিয়ে কথা বলার সক্ষমতাও তাদের নেই।

আমরা জানি যখন ভরা মৌসুমে বৃষ্টি কম হয়, তখন ভুগর্ভস্থ পানি নিচে নেমে যায়। এভাবে চললে আমরা জানি একদিন কুয়ো, পুকুর টিউবওয়েলগুলো ধীরে ধীরে পানিশূন্য হয়ে পড়বে। এর অর্থ হচ্ছে সেই ৪ ভাগ পানি ব্যবহারকারীরাও সমূহ বিপদে পড়বে। কাজেই সুশীল সমাজ হিসেবে এটি নিশ্চিত করতে হবে এই স্বল্প পানিই যাতে সবাই সমানভাবে, যথাযথভাবে কোনরূপ অপচয় না করে ব্যবহার করে। যেহেতু গ্রামাঞ্চলে পানি নিয়ে কোনো কমিটি নেই, সুশীল সমাজ সংগঠনগুলোর এবং তাদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিগুলোর এক্ষেত্রে বড় দায়িত্ব রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ এই কমিটির প্রয়োজন কেন? কাদের জন্যে আপনি কাজ করছেন? এই কমিটিতে আর কে কে প্রতিনিধিত্ব করছে?

অংশগ্রহণকারীদের উত্তর :

সুশীল সমাজ সংগঠনের সদস্যরা যে কাজগুলো করছেন, তার লক্ষ্য হচ্ছে-

- সকল মানুষের বিশেষত নারীর মানবাধিকার রক্ষা করা
- শিশুদের স্কুলে পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করা
- প্রকৃত ও যোগ্য বয়স্কদের বয়স ভাতা প্রদান করতে ইউপি চেয়ারম্যানকে উদ্বুদ্ধ করা
- মাছ ধরা ও মাছের বাজারে নারীর প্রবেশ নিশ্চিত করা
- মানুষের স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নেয়া এবং ভাল স্বাস্থ্য নিয়ে তাদের সাথে সচেতনতা মূলক কথাবার্তা বলা
- প্রান্তিক মানুষের অধিকার ও অভাব নিয়ে কথা বলা বা লেখালেখি করা।
- ইউনিয়ন পরিষদের ওয়াশ বাজেট বৃদ্ধি করতে চাপ দেয়া যাতে প্রান্তিক দরিদ্র মানুষ তা থেকে উপকৃত হয়।
- স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি বিশেষত নারীদের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা নিয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা
- দুর্নীতি প্রতিরোধ করা এবং মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা
- ভাসমান মানুষ/ বেদে শ্রেণীর মানুষ বিশেষত বেদে নারীদের অধিকার রক্ষা করা।

এই কমিটি যারা প্রতিনিধিত্ব করছে (ভোলায় প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী) ঃ

- নারী
- অন্ত:সত্ত্বা এবং স্তন্যদায়ী মা
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা
- মৎস্যজীবি নারী ও পুরুষ
- প্রতিবন্ধী নারী ও পুরুষ ও শিশু
- ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা/সম্প্রদায়ের মানুষ
- সাংবাদিক
- ছাত্র/শিক্ষক, বিশেষত মেয়ে শিক্ষার্থী ও নারী শিক্ষক
- ধাত্রী
- যাযাবর/ বেদে
- চিকিৎসক
- ইমাম/ধর্মীয় নেতা/মুসল্লী
- স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি
- দুর্নীতির শিকার যে কোন মানুষ
- যেকোনো প্রান্তিক, দরিদ্র মানুষ

কাজেই দেখা যাচ্ছে সুশীল সমাজ সংগঠনগুলো সকল ধরণের মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করছে যাতে তাদের মানবাধিকার ও সামাজিক অধিকার গুলো রক্ষিত হয়।

প্রশিক্ষক বলবেন, পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা সবার জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ। ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, প্রতিবন্ধী এবং অ-প্রতিবন্ধী সকল ধরনের মানুষের জন্যেই এর অপরিহার্যতা রয়েছে। তবে পানি ও স্যানিটেশনের প্রয়োজন থাকলেও তা ব্যবহারে একই রকম সুযোগ সবাই পায় না। এর মূল কারণ হচ্ছে এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রকৃত ক্ষমতা রয়েছে উচ্চপর্যায়ের পুরুষদের হাতে। অথচ এর চাহিদা সবচেয়ে বেশি নিম্নবর্গের মানুষদের কাছে। বিশেষত নারীদের যাদের ঘর গেরস্থালীর কাজে পানি ব্যবহার করতে হয়, প্রান্তিক মানুষদের যারা স্যানিটেশন সুবিধার বাইরে রয়ে গেছে। ওয়াশ সম্পর্কিত বিষয়ে তাদের কথা বলার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। এই কমিটি দরিদ্র প্রান্তিক মানুষকে কথা বলার ক্ষেত্র তৈরি করে দিবে এবং একইসময়ে তাদের প্রয়োজন ও চাহিদাগুলো পৌঁছে দিবে উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তগ্রহীতা নেতৃস্থানীয় মানুষদের কাছে। সেই সাথে সরকারকেও এ মানুষগুলোর সমস্য সমাধান এগিয়ে আসতে হবে। ওয়াটারশেড প্রকল্প ও সুশীল সমাজ সংগঠনের এখন এটিই মূল দায়িত্ব।

সূশীল সমাজ সংগঠনের অর্জন ও লক্ষণীয় পরিবর্তন ঃ

প্রশ্ন ঃ এই দ্বীপে কাজ করে আপনারা কি কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন? কোনো উদাহরণ দিতে পারেন? (প্রত্যেকে ১টি করে)

ভোলায়, অংশগ্রহণকারীরা সকলেই জানিয়েছিলেন যে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। তাদের উত্তরগুলো নিম্নরূপ ঃ

- প্রান্তিক মানুষরা ১ টি করে টিউবওয়েল পেয়েছে।
- পানি ও স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি মানার সুবিধের সীমাবদ্ধতা রয়েছে এমন কিছু স্কুল সংশ্লিষ্ট সরকারী দফতর থেকে সহায়তা পেয়েছে এবং কোনো কোনো স্কুলে এই সহায়তা প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- সরকারের বিভিন্ন দফতর স্কুল এবং বিভিন্ন জায়গায় যেসব মানুষের জন্যে টয়লেট সুবিধে নেই বা থাকলেও তা মেরামতের প্রয়োজন, সে কাজগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। স্কুলগুলোতে নারী শিক্ষক ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্যে পৃথক টয়লেট নির্মাণ করে দিচ্ছে।
- সরকার থেকে ইতোমধ্যে ৫০০ গভীর নলকূপ বরাদ্দ করা হয়েছে, সেসাথে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানরা সুশীল সমাজ সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে যেখানে যেখানে নলকূপ বা স্যানিটেশন সুবিধে প্রয়োজন সে জায়গাগুলো পরিদর্শন করছেন। এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তা স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

- উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ সহ অন্যান্য সরকারী দফতরের মানসিকতার ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের অভাব ও চাহিদা বিষয়ে তারা এখন আগের তুলনায় অধিক সচেতন হয়ে উঠছেন।
- ভোলার ধনিয়া ইউনিয়নের দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধিরা উপজেলা চেয়ারম্যানের অফিসে গিয়ে গভীর নলকূপের দাবী জানিয়েছে।
- ইউপি চেয়াম্যান যেসব দরিদ্র মানুষ কাছাকাছি বসবাস করে তাদের সবার জন্যে একটি নলকূপ বরাদ্দ করেছেন।
- সাধারণ মানুষ পানি ব্যবহারে সচেতন হয়ে উঠছে এবং তাদের স্যানিটেশন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাবিধি মানা আগের তুলনায় বেড়েছে।
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ধনিয়া ইউনিয়নে নদীতীর ঘেঁষে বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যাতে দুর্যোগপ্রবণ এ এলাকায় মানুষ বন্যাসহ অন্যান্য দুর্যোগ থেকে রক্ষা পায়।
- সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে সাধারণ মানুষ ওয়াশ কার্যক্রমে জেন্ডার ও অর্ন্তভুক্তির বিষয়টি উপজেলা/ইউপি চেয়ারম্যানসহ সরকারী দফতরের কর্মকর্তাদের অবহিত করার চেষ্টা করছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে, ভোলা সদরের উপজেলা পরিষদ ইতোমধ্যে তাদের ওয়াশ বাজেট থেকে ৫৯টি মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসার ৬৫০০ মেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণের জন্যে ২,১৬,০০০ টাকা বরাদ্দ করেছে।

অ্যাডভোকেসি সভা বা লবিং- এ অংশগ্রহণ

প্রশ্ন ঃ দায়িত্ব প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সরকারী দফতর করার জন্য কে সক্রিয় ভাবে কাজ করছেন ?

প্রশিক্ষক বলবেন, শুধুমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তিই কিংবা প্রান্তিক মানুষই নন, কোনো কোনো প্রভাবশালী, সামাজিকভাবে ক্ষমতাবান মানুষও অ্যাডভোকেসি এবং লবিং করে থাকেন। এরা উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বা সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষদের টয়লেট ও স্যানিটেশন সমস্যা ও চাহিদা সম্পর্কে অবহিত করে থাকেন।

এমনও দেখা গেছে যে, আগে চেয়ারম্যানের জানাশোনা ঘনিষ্ট ব্যক্তি বা গ্রামের প্রভাবশালী মানুষ টিউবওয়েল পেতেন। তবে এখন কর্তৃপক্ষ আগের তুলনায় এসব বিষয়ে সচেতন হওয়ায় এজাতীয় ঘটনা কম ঘটছে। সুশীল সমাজ সংগঠনের সদস্যরা এখন অধিকতর জেন্ডার সংবেদশীল এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলো মাথায় রেখে কাজ করছেন।

দলীয় কাজ ঃ

ভোলায় অংশগ্রহণকারীদের ইচ্ছেনুযায়ী ৫-৬ জনের একটি দলে বিভাজন করা হয়। এবং তাদেরকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে কাজ করতে করা হয়।

১. ভোলা জেলার ওয়াশ পরিস্থিতির কী উন্নতি হয়েছে ?
২. আপনি কী মনে করেন এবছর এবং আগামী বছরও এই উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে?
৩. এর উন্নয়নের জন্যে আপনি কী অবদান রাখতে পারেন?
৪. বিকেলে প্রশিক্ষকদের একটি টিম জেলা জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তার সাথে দেখা করবেন। তাকে কী প্রশ্ন করা হবে?

সব অংশগ্রহণকারী এই চারটি প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করেন এবং পরে তাদের রির্পোটটি বড় দলে উপস্থাপন করেন। সেসময় অংশগ্রহণকারীদের শুধু একজন কথা বলার চেয়ে যাতে সবাই কথা বলে ও আলোচনায় অংশ নেন প্রশিক্ষক তা নিশ্চিত করে ছিলেন।

ক্ষমতায়ন অ্যাপ্রোচ ঃ

যদিও ওয়াটারশেড প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, নাগরিক ক্ষমতায়ন, তারপরও 'ক্ষমতায়ন' বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণকারীরা আগে পাননি। কাজেই প্রশিক্ষক বলবেন, ক্ষমতায়ন এর ৪টি পরস্পর সর্ম্পকিত ধরন-

১. অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন
২. সামাজিক ক্ষমতায়ন
৩. রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন
৪. শরীরগত/স্বাস্থ্যগত ক্ষমতায়ন।

এই চার ধরনের ক্ষমতায়ন নিয়েই ভোলায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। তাদের নিজ নিজ প্রকল্পের পরিস্থিতি অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীরা এই সবগুলো ক্ষমতায়নের ধরন নিয়ে আলোচনা করেন ।

সংযোজনী-২ এ ক্ষমতায়নের এই ধরনগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

সমাপনী ঃ

পরিশেষে প্রশিক্ষক সুশীল সমাজ সংগঠনের নেতাকে এ বিষয়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করতে বলবেন। তিনি ছাড়াও অন্য কেউ কিছু বলতে চাইলে খুব জরুরী হলে সময় থাকা সাপেক্ষে তা বলতে পারেন। পরিশেষে প্রশিক্ষক সকল অংশগ্রহণকারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেশন শেষ করবেন।

সেশন-৩

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH): জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং অ্যাডভেকেসি

সেশন-৩ঃ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH): জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি এবং অ্যাডভেকেসি

কর্মসূচি

সময়	বর্ণনা
৯:০০ - ৯:১৫	সূচনা ও উদ্বোধনী
৯:১৫- ৯:৩০	নতুন করে সবার পরিচয় সব অংশগ্রহণকারী নিজ নিজ নাম ও সংগঠনের নাম একে একে বলা
৯:৩০- ১০:০০	পূর্বের দুইটি সেশন নিয়ে পুনরালোচনা : তাদের মধ্যে যে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা গেছে তা একে একে বলা
১০:০০- ১০:১০	ওয়াটারশেড প্রকল্প, বাংলাদেশ-এর জেন্ডার, অর্ন্তভুক্তি এবং অ্যাডভোকেসি ম্যানুয়েলের হ্যান্ডআউট বিতরণ
১০:১০- ১০:৪০	ম্যানুয়েলে বর্ণিত জেন্ডার, অন্তর্ভূক্তি এবং অ্যাডভোকেসি বিষয়সমূহ সংক্ষেপে বলা
১০:৪০- ১০:৫০	ম্যানুয়েলে বর্ণিত সেশন-১ এর ওপর প্রশ্নোত্তর/ আলোচনা
১০:৫০- ১১:১০	- এক বছর পূর্বে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ দলীয় আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলা - পরবর্তী বছরের চাহিদাগুলো নিয়ে আলোচনা - কিভাবে পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটল তা নিয়ে আলোচনা
১১:১০- ১২:১০	অ্যাডভোকেসি নিয়ে দলীয় আলোচনা। গত বছরে আলোচিত এমন একটি ইস্যু/চাহিদা বেছে নেয়া যা এখনো বস্তবায়িত হয়নি এবং যা নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করার প্রয়োজন। - গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয় কোনটি ? - এ ইস্যুতে সিদ্ধান্ত কে নেন ? - কেন এই ইস্যুটি গুরুত্বপূর্ণ ? - আপনার কাছে এর গুরুত্ব বুঝাতে কি তথ্য প্রমাণ রয়েছে? - অ্যাডভেকেসি বার্তা তৈরি এবং সিদ্ধান্ত- গ্রহণকারীদের সাথে কথা বলার কৌশল
১২:১০- ১:০০	রোল প্লে (ভূমিকা-অভিনয়) ঃ দল ১ ঃ ১৫ মিনিট এবং ৫ মিনিট (অন্য দল থেকে মতামত নেয়ার জন্যে) দল ২ ঃ ১৫ মিনিট এবং ৫ মিনিট (অন্য দল থেকে মতামত নেয়ার জন্যে)
১:০০-১:১৫	প্রশিক্ষক এর সাথে আলোচনা প্রয়োজন এমন কোন বিষয়ের উত্থাপন (যদি থাকে) সমাপ্তি / ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সূচনাঃ

প্রশিক্ষক সকল অংশগ্রহণকারীকে স্বাগত জানিয়ে বলবেন, সবার সাথে আজ দ্বিতীয়বারের মতো দেখা হলো। তবে কেউ কেউ আছেন নতুন। আমরা ওয়াশ এবং পানির অন্যান্য ব্যবহার বিষয়ে আপনাদের অভিজ্ঞতা শুনব।

এরপর অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষণের কার্যসূচি হাতে পাবেন। পরিচয় পর্বে, সবাই নিজ নিজ নাম, সংগঠন ও গ্রামের নাম জানাবেন। এছাড়াও আগের দুটো অধিবেশন থেকে তারা গুরুত্বপূর্ণ কী কী বিষয় জেন্ডার ও অর্ন্তভুক্তি বিষয়ে কী শিখেছেন সেগুলো একে একে সবাই বলবেন।

অ্যাডভোকেসি, জেন্ডার ও অন্তর্ভুক্তি ম্যানুয়েল ঃ

অধিবেশনের শুরুতে, জেন্ডার এ্যান্ড ওয়াটার এলায়েন্স (GWA) এর ম্যানুয়েলের কপি সবাইকে দেয়া হবে। যা মূলত ডরপ এর ভোলার সিএসওদের জন্যে তৈরি হয়েছিল। এর দুটো অংশ রয়েছে।

১ম অংশ-প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা করা এবং
২য় অংশ-পানি,স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) নীতিমালা তৈরি করা

প্রশিক্ষক বলবেন, যেহেতু নীতিমালা তৈরি নিয়ে এনজিও নেটওর্য়াক এর আগে কাজ করেনি, সেজন্যে আজ আমরা শুধু এর প্রথম অংশ নিয়ে আলোচনা করব। ম্যানুয়েলের উদ্দেশ্য আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জেন্ডার, অন্তর্ভুক্তি ও অ্যাডভোকেসি বিষয় নিয়ে আজ বিস্তারিত আলোচনা হবে।

প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের ম্যানুয়েলটি অনুসরণ করতে বলবেন। অংশগ্রহণকারীরা ম্যানুয়েল থেকে প্রত্যেকে একটি একটি করে বাক্য পাঠ করবেন। তারা ম্যানুয়েল থেকে অ্যাডভেকেসির জন্যে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পড়বেন, তা হচ্ছে-

- লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করা, ইস্যু নির্ধারণ (এক্ষেত্রে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতা/প্রভাব কতটুকু তা বুঝতে হবে); বিভিন্ন শ্রেণীর লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য উপলব্ধি;
- তথ্য সংশোধন ঃ লিঙ্গ বিভাযিত উপাত্ত/ডাটা
- অ্যাডভোকেসি কাজের ধরন
- যেভাবে কাজের পরিকল্পনা করা যায়
- অন্তভুর্ক্তিমূলক মনোভাব রয়েছে এমন শক্তিশালী সহযোগী নির্বাচন

এই বিষয়গুলোর প্রতিটি বাক্য ব্যাখ্যা করতে হবে। একইভাবে উদ্দেশ্যগুলোও এমনভাবে বলতে হবে যাতে সব অংশগ্রহণকারী তা শুনতে পায় ও বুঝতে পারে। অংশগ্রহণকারীদের একজন একটি বাক্য পড়ে অপরজনকে পরের বাক্যটি পড়তে বলবেন। তিনি দ্বিতীয়টি পাঠ করবেন। এভাবে কাজটি সমাপ্ত হবে।

প্রশিক্ষক বলবেন, অ্যাডভোকেসি কাজে জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি ধীরে ধীরে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ নীতিমালাই জেন্ডার সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক। কিন্তু তার সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়ন হচ্ছেনা। বিশেষত অন্তর্ভুক্তি বিষয়টি প্রায়শই উপেক্ষিত থাকছে। বাংলাদেশে হতদরিদ্র মানুষ এখনো পর্যাপ্ত পানি ব্যবহারের সুযোগ পায় না। পরিষ্কার, নিরাপদ পায়খানা সুবিধা থেকেও তারা বঞ্চিত। নারীর মতামত শোনা হয় খুব কম। বিশেষত দরিদ্র নারীদের। অধিকাংশ আধুনিক টয়লেট গভীর নলকূপ যা তৈরি/স্থাপিত হচ্ছে সেগুলোর অধিকাংশই অবস্থাসম্পন্ন মানুষের দখলে। প্রতিবন্ধী মানুষ, হতদরিদ্র যাযাবর বেদে নারী, পুরুষ, জেলে, নারী মৎসজীবি, গৃহহীন মানুষ যারা নদী ভাঙ্গনে সর্বস্ব হারিয়ে এখন বাঁধের ওপর বসবাস করে- এরা এইসব টয়লেট বা নলকূপ ব্যবহারের সুযোগের আওতার বাইরে রয়ে গেছে।

তাই অ্যাডভোকেসির সময় এমন ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা এইসব প্রান্তিক মানুষের চাহিদার দিকে নজর দেয়। ধনী, দরিদ্র, হতদরিদ্র প্রান্তিক সকল মানুষের পানি ও টয়লেট এর সুবিধার বিষয়ে অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠেন।

নিচের বিষয়গুলো শুধুমাত্র জেন্ডার এবং অন্তর্ভূক্তি নিয়েই নয়, সাধারণভাবে সবধরণের অ্যাডভোকেসি কাজের জন্যেও প্রযোজ্য হবে।

- আপনার কাজটির একটি পরিষ্কার উদ্দেশ্য থাকবে ঃ আপনি কী অর্জন করতে চান?
- আপনার লক্ষিত জনগোষ্ঠী কে?
- নিশ্চিত করুন যে আপনার কাছ সঠিক তথ্য রয়েছে। উদাহরণস্বরুপ, প্রশিক্ষক এ পর্যায়ে ভোলা জেলায় নারীরা কতটুকু টয়লেট সুবিধা পাচ্ছে এবং রাতে, নারীদের কতদুরে গিয়ে প্রাকৃতিক কাজ সম্পন্ন করে থাকে তা নিয়ে আগে যে আলোচনা হয়েছিল তা উল্লেখ করতে পারেন। তিনি জানাবেন, তখন তথ্যের অভাবে সবাই সব বিষয়ে একমত হতে পারেননি। তবে এতদিনে আপনাদের কাছে এ বিষয়ে আলোচনা করার মতো নিশ্চয় সঠিক ও লিঙ্গ বিভাযিত পর্যাপ্ত তথ্য এসেছে।
- প্রশিক্ষক বলবেন, যারা সমমনোভাবাপন্ন, যাদের একই উদ্দেশ্য রয়েছে এবং বিশেষত এনজিও নেটওয়ার্কের সাথে একত্রে কাজ করার মানসিকতা রয়েছে এমন সব সহযোগীদের একত্রিত করুন। তিনি বলবেন, অ্যাডভোকেসি একা একা করার বিষয় নয়। সবাই একত্রিত হয়ে কাজ করতে হয়। এতে এর শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং অ্যাডভোকেসির উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

এই ম্যানুয়েলে ক্যাম্পেইন ও মিডিয়ার সাথে কাজ করা নিয়ে একটি অধিবেশন রয়েছে। অ্যাডভোকেসি জন্যে মিডিয়া ক্যাম্পেইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অংশগ্রহণকারীদের তাই এনজিও নেটওয়ার্কের মিডিয়ার সাথে কাজের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা আলোচনা করার পর, এই বিষয়ে ম্যানুয়েলে বর্ণিত পাঠটি বাড়ীতে পড়তে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের এই অভিজ্ঞতা প্রয়োজন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী ভবিষ্যতে ব্যবহার করতে অনুরোধ করুন।

প্রশিক্ষক জানাবেন, অ্যাডভোকেসির বিভিন্ন অ্যাপ্রোচ রয়েছে। এগুলো হলো ঃ

১. নীতি-নির্দেশিত অ্যাডভোকেসি ঃ যখন অধিকাংশ মানুষই নিজ নিজ অধিকার বিষয়ে সচেতন তখন রাজনৈতিক নেতাদের বলতে হবে যে তারা তাদের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করছেন না।

ভোলা জেলায় অধিকাংশ মানুষই সরকারি নীতিমালায় স্বীকৃত তাদের অধিকারগুলো সম্পর্কে জানে না। তা তাদের জানাতে হবে।

২. ক্ষমতায়ন অ্যাডভোকেসি ঃ দরিদ্র নারী এবং প্রান্তিক মানুষ তাদের মানবাধিকার চর্চা করতে পারে না। তাদের যখন ক্ষমতায়িত করা হয় তখন তারা কথা বলে, তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হন।

কাজেই ক্ষমতায়ন সকল উন্নয়নের জন্যে অপরিহার্য, বিশেষতঃ অ্যাডভোকেসি কাজের জন্যে। দরিদ্র নারী, পুরুষ পিছিয়ে পড়ে জনগোষ্ঠী, প্রান্তিক মানুষকে ক্ষমতায়িত করা গেলে, সচেতন করা গেলে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা তাদের কথা শুনতে বাধ্য হন।

৩. তৃতীয় অ্যাপ্রোচটি একই রকম। তবে এই অ্যাপ্রোচে স্থানীয় সরকারের একটি বড় রকমের সংশিষ্টতা রয়েছে।

প্রশিক্ষক জানাবেন, ভোলায় জেন্ডার এ্যান্ড ওয়াটার এলায়েন্স (GWA) গ্রুপের সদস্যরা মনে করেন যে গত তিন বছর ধরে ওয়াটারশেড প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এনজিও নেটওয়ার্কের সব সদস্য অ্যাডভোকেসি অ্যাপ্রোচ এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখন ভালভাবে অবহিত। কিন্তু এখনো দরিদ্র নারী পুরুষ, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ সহ সকল প্রান্তিক মানুষের কাছে ওয়াশ সেবা পুরোপুরি পৌঁছতে পারেনি, যা নিশ্চিত করার প্রয়োজন এখনো রয়েছে।

প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করবেন যে, অ্যাডভোকেসি কাজে সাধারণত নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়।

১. কোনো একটি ইস্যু/সমস্যা চিহ্নিত করা
২. এ বিষয়ে নীতিমালা কী রয়েছে তা জানা
৩. মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করা
৪. কোয়ালিশন এবং নেটওয়ার্ক তৈরি করা
৫. সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা তৈরি
৬. টার্গেট চিহ্নিত করা
৭. অ্যাডভোকেসি বাস্তবায়নে কী পরিসম্পদ রয়েছে তা চিহ্নিত করা।

এই সবগুলো ধাপ সকলের মতামত ও জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিত থেকে ব্যাখ্যা করতে হবে। বলাই বাহুল্য, একটি লজিক্যাল ফ্রেমওর্য়াকসহ এ সংক্রান্ত কর্মসূচিটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠির সুনির্দিষ্ট টার্গেট ও জেন্ডারের আলোকে অংশগ্রহণকারীরা তৈরি করবেন। সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের বলবেন, নির্ভরযোগ্য তথ্য ও জেন্ডার ইস্যু বিবেচনায় কোনো এনজিও-র সহযোগিতায় তারা অ্যাডভোকেসি কাজের জন্যে এই লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কটি তৈরি করবে।

এরপরে অংশগ্রহণকারীদের বলতে হবে, ম্যানুয়েলটি মনোযোগের সাথে পড়তে, যাতে এখান থেকে তারা ভবিষ্যৎ প্রশিক্ষণে ব্যবহারের জন্যে কোনো না কোনো টিপস্ নিতে সক্ষম হয়। জেন্ডার এ্যান্ড ওয়াটার এলায়েন্স (GWA) তাদের জন্যে এই ম্যানুয়েলটি অনুবাদ করেছে যাতে তারা যখন প্রয়োজন তখন প্রাথমিকভাবে এটি ব্যবহার করতে পারেন। তবে সব এনজিওর জন্যেই এই ম্যানুয়েলের প্রাসঙ্গিকতা নেই কারণ তারা সরাসরি কোনো প্রশিক্ষণ দেবে না। যেহেতু এইটি শুধু কয়েক ঘন্টার ওরিয়েন্টেশন, তাই এটা প্রত্যাশিত যে অংশগ্রহণকারীরা নিজেরা এই ম্যানুয়েলটি পড়বেন এবং পড়ে তাদের কোনো মতামত বা প্রশ্ন থাকলে তা তারা ইমেইল করে জেন্ডার এ্যান্ড ওয়াটর এলায়েন্স (GWA) কে জানাবে।

এরপর অংশগ্রহণকারীরা সর্বশেষ দলীয় কাজে যেসব পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) চাহিদা পরবর্তী বছর এবং তার পরের বছরের জন্যে তালিকাভুক্ত করেছিল সেগুলো বর্তমান চাহিদাগুলোর সাথে মিলিয়ে নেবে। এখন তাদের গত বছরের তুলনায় বর্তমানে এ সংক্রান্ত চাহিদার কতটুকু উন্নতি হয়েছে তা বলতে বলুন।

রোল প্লে অথবা পানি, স্যনিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি (WASH) সংক্রান্ত অর্জনগুলো তালিকা করা ঃ

অংশগ্রহণকারীরা এ পর্যায়ে দলীয় কাজের মাধ্যমে তাদের পূর্ববতী অ্যাডভোকেসি কাজের অর্জনগুলোর একটি তালিকা তৈরি করতে পারেন। অথবা অ্যাডভোকেসি বার্তা তৈরির জন্যে সবাই মিলে রোল প্লে করতে পারেন। একটি নাটিকার মাধ্যমে এই রোল-প্লে অবশ্য বেশি আনন্দময় ও অংশগ্রহণমূলক

হবে। এই রোল প্লে-তে নারী অংশগ্রহণকারীরা পুরুষ চরিত্রে এবং পুরুষ অংশগ্রহণকারীরা নারী চরিত্রে অভিনয় করবেন।

রোল প্লে

রোল প্লে দল ১	ঃ	**ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সাথে অ্যাডভোকেসি সভা**
অংশগ্রহণকারী	ঃ	**বেদে নারী, চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য নারী**

নারী : চেয়ারম্যান সাহেব, ওয়াশ স্ট্যান্ডিং কমিটিতে তো কোন নারী সদস্য নেই।
চেয়ারম্যান: আমরা প্রতিটি কমিটিতে চেষ্টা করেছি অন্ততঃ ১ জন নারীকে অন্তর্ভুক্ত করতে।
নারী : আমার মেয়ে যে স্কুলে পড়ে সেখানে মেয়েদের জন্যে কোনো আলাদা টয়লেট নাই।

চেয়ারম্যান : আমাদের এর জন্যে কিছু বাজেট রয়েছে।
নারী : আগামী বছর কী আপনি এ কাজগুলো করবেন?
বেদে নারী: আমরা ৮০টি পরিবার, কিন্তু আমাদের জন্যে কোনো টয়লেট নেই।
চেয়ারম্যান : হ্যাঁ আমাদের এর জন্যেও কিছু বাজেট রয়েছে।

দর্শকদের মতামত পাওয়ার পর দল-১ এই রোল প্লে-টি আবারও করবেন। তবে এবার সবার মতামত নিয়ে আরো বাস্তবসম্মত ভাবে করতে হবে।

যেমন- চেয়াম্যানকে এবার বলা হবে, যে "আপনি প্রতিবারের মতো গত বছরও বলেছিলেন যে এ বছরে নতুন টয়লেট দিবেন। কিন্তু আপনি তা আগেও দেন নাই এবারও দেন নাই। আপনি কী বুঝেন ৮০ জন মানুষের জন্যে মাত্র ১টি টয়লেট ব্যবহার করা কিভবে সম্ভব ? আপনি বলেছেন আপনার কমিটিতে নারী রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা কোথাও নেই। সমস্যাটা কোথায়, বলুন চেয়ারম্যান সাহেব ? আপনাকে অবশ্যই কমিটিগুলোতে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। অনেক নারী রয়েছেন যারা এ কমিটিতে সদস্য হতে সক্ষম। আমরা নিজেরাও যে কেউ এ দায়িত্ব পালন করতে পারি।"

[বেদে নারীদের এভাবে কথা বলার ধরন দেখে চেয়ারম্যান সাহেব খুবই রেগে যাবেন। তবে তিনি কথা না বাড়িয়ে মেঝেতে এক কোনে চুপ করে বসে পড়বেন।]

রোল প্লে দল-২	ঃ	**ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে অ্যাডভোকেসি সভা**
অংশগ্রহণকারী	ঃ	**নাগরিক কমিটির নারী, অন্তঃসত্ত্বা নারী, চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য নারী।**
অন্তঃসত্ত্বা নারী	ঃ	স্যার, উত্তর পাড়ায় আমাদের কোন টয়লেট নাই। আমি এখন অন্তঃসত্ত্বা, কী করব, কোথায় যাব ?
চেয়ারম্যান	ঃ	তা আমি কী করব, আমার ইউনিয়নে ১২ হাজার মানুষ, ১২ হাজার সমস্যা।
অন্তঃসত্ত্বা নারী	ঃ	কিন্তু স্যার, এটা তো আমাদের অধিকার।
চেয়াম্যান	ঃ	আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। আপনাদের বিষয়টি জরুরি কিনা আমরা দেখব। সম্ভব হলে আগামী বছর সাহায্য করব।
অন্তঃসত্ত্বা নারী	ঃ	এবার দয়া করে আমার একটি কথা শুনুন। আমরা ওয়ার্ডে সব মানুষের সাথে কথা বলেছি। এলাকার স্বাস্থ্য, টয়লেট ও পানি সরবরাহের নানা তথ্য সংগ্রহ করেছি। আমরা একটি সামাজিক মানচিত্রও তৈরি করেছি। আপনি দয়া করে এটি দেখুন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, দরিদ্র মানুষের জন্যে গভীর নলকূপ বসানো দরকার। দরকার উন্নত ও নিরাপদ টয়লেট। এটি শুধু মানুষের সুবিধের জন্যেও নয়, জনস্বাস্থ্যর কথা বিবেচনা করে হলেও এই সেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আমরা এটাও দেখেছি যে, এই ইউনিয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যে আলাদা কোন বাজেট নেই। অথচ তাদের চাহিদাগুলো যে অন্য সবার থেকে আলাদা তা আপনি নিজেও জানেন।
চেয়ারম্যান	ঃ	হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে সবাইকেই খুশি করতে হবে।

রোল প্লে শেষে এবার দর্শকদের মতামত নিন। [এখানে সংলাপগুলো উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হলো তবে প্রয়োজনে এই সংলাপ নিজ নিজ পরিস্থিতি অনুযায়ী তৈরি করে নেওয়া যাবে। ভোলায় অন্তঃসত্ত্বা নারীর ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন তিনি খুবই জোরালোভাবে তার দাবী উপস্থাপন করেছিলেন। তা এতই বাস্তবসম্মত ছিল যা শুনতে ও দেখতে ভাল লেগেছিল।]

দলীয় কাজে অর্জনসমূহঃ

এ পর্বে এবার অংশগ্রহণকারীদের জেন্ডার, পানি এবং অ্যাডভোকেসির ফলে নারীদের অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতি কতদূর তা জিজ্ঞেস করুন। এই পর্বটি দলীয় আলোচনার মাধ্যমেও হতে পারে। প্রশিক্ষক

বলবেন, গত বছরের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা চিহ্নিত করুন যা এখনো বাস্তবায়ন হয়নি এবং যেটিকে নিয়ে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সাথে কথা বলতে চান। খেয়াল করুন-

১. এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটি কী ?
২. এই ইস্যুর ক্ষেত্রে কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ?
৩. এই ইস্যুটি কেন জরুরী ?
৪. ইস্যুটির গুরুত্ব বুঝাতেআপনার কাছে কী তথ্য প্রমাণ রয়েছে ?
৫. অ্যাডভোকেসি বার্তা তৈরি করুন এবং সেটি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সাথে কথা বলুন।

এই অ্যাডভোকেসির ফলে ভোলায় গতবছর হতে এই পর্যন্ত যে ফলাফল অর্জিত হয়েছিল তা নিম্নরূপ ঃ

- ইউনিয়ন পরিষদের ওয়াশ বাজেট বৃদ্ধি পেয়েছে
- ৯টি বাজেটের মধ্যে ভেদুরিয়া এবং ধনিয়া ইউনিয়নে নারীদের জন্যে আলাদা বাজেট হয়েছে
- বেদেরা একটি গভীর নলকূপ পেয়েছে
- ৩২ টি নতুন গভীর নলকূপের মধ্যে প্রান্তিক মানুষের ব্যবহারের জন্যে ১৮টি গভীর নলকূপ পাওয়া গেছে
- ভেদুরিয়া এবং ধনিয়া ইউনিয়ন পরিষদে উন্মুক্ত বাজেট আলোচনা হয়েছে
- পানি ব্যবস্থাপনা নাগরিক কমিটি দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে, দুই ইউনিয়ন পরিষদকেই দেয়ালে বাজেটের ছবি টানিয়ে দিতে বা এঁকে দিতে সুপারিশ করেছে
- ধনিয়া ইউনিয়ন পরিষদ বেদেদের জন্যে একটি গভীর নলকূপ স্থাপন করেছে
- পানি ব্যবস্থাপনা নাগরিক কমিটি উভয় ইউনিয়ন পরিষদ ৫০টি স্কুলে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্যে ছয় হাজার স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরন করেছে।
- ধনিয়ায় একটি স্লুইস গেট মেরামত করা হয়েছে।
- পানি ব্যবস্থাপনা নাগরিক কমিটি ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে অধিক সংখ্যক প্রতিবন্ধী/বয়স্কদের সরকারের প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তা ভাতার আওতায় নিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছে।
- ধনিয়ায়, নিরাপদ পানি নিয়ে পানি ব্যবস্থাপনা নাগরিক কমিটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের বার্ষিক সভা করেছে।
- ধনিয়া ও ভেদুরিয়া ইউনিয়নে পানি ব্যবস্থাপনা নাগরিক কমিটি প্রান্তিক মানুষদের জন্যে ৩০টি গভীর নলকূপ স্থাপন করেছে।
- পানি ব্যবস্থাপনা নাগরিক কমিটি তিনটি ইউনিয়ন-উত্তর দীঘাদিয়া, তোলামেয়া ও দেলুনিয়ায় উন্মুক্ত বাজেট আলোচনা আয়োজন করেছে।
- নয়টি ইউনিয়নে, প্রান্তিক মানুষ বিশেষত নারীদের জন্যে তারা আলাদা বাজেট করাতে পেরেছে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদকে দেয়ালে তাদের বাজেট এর ছবি এঁকে টাঙ্গিয়ে রাখতে বলা হয়েছে।

- সেনিটারী ন্যাপকিনের জন্যে বাজেট হয়েছে।
- অন্যান্য দল আগে যেগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছিল, পরবর্তীতে তারা সেগুলো পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করেছে।
- ভেদুরিয়া ইউনিয়নের বাকারহাট বাজারে পুরুষদের জন্যে এবং নারীদের জন্যে একটি টয়লেট ব্লক এবং ২টি গভীল নলকূপ বসানো হয়েছে।
- পশ্চিম ইলিশা ইউনিয়নে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ একটি পিএসএফ (PSF) স্থাপন করেছে।
- জেন্ডার এ্যান্ড ওয়াটার এলায়েন্স (GWA) টিম গতবছর ধনিয়া গুচ্ছগ্রাম পরিদর্শনের সময় দেখতে পেয়েছিল, একটি টয়লেট ভুগর্ভস্থ পাইপ এর মাধ্যমে খালের সাথে সংযুক্ত ছিল যা ভাল কাজ করছিল না। সেই পাইপের বদলে এখন একটি ট্যাংক প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। ফলে টয়লেটটি এখন কাজ করছে।
- একই গুচ্ছগ্রামে ব্যবহার অযোগ্য দুটো গভীর নলকূপ পানি ব্যবস্থাপনা নাগরিক কমিটি মেরামত করেছে। এই গ্রামে আগে কোন গভীর নলকূপই ছিল না।
- ফুলাল জাহান নামে একজন সিএসও সদস্য ইতোমধ্যে তার বাড়িতে Rain Water Harvesting কৌশল বাস্তবায়ন করেছে।
- গত বছর জেন্ডার এ্যান্ড ওয়াটার এলায়েন্স (GWA) আয়োজিত প্রশিক্ষণ শেষে, পানি ব্যবস্থাপনা নাগরিক কমিটি কিছু কিছু এলাকার অতিরিক্ত সমস্যা ও প্রয়োজন চিহ্নিত করেছে।
- পানি ব্যবস্থাপনা নাগরিক কমিটি এখন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে সভা করে তাদের সহযোগিতার আশ্বাস পেয়েছে।
- পানি ব্যবস্থাপনা নাগরিক কমিটি একই সাথে মানুষকে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বৃষ্টি ও ভূ-উপরিভাগের পানি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করেছে। স্লুইস গেট নিয়ে কাজ করেছে।
- তারা ভেদুরিয়ার বাঁকাহাট বাজারে ২০০ মিটার লম্বা ড্রেনেজ সিস্টেম স্থাপন করেছে।
- পানি ব্যবস্থাপনা নাগরিক কমিটি ইতোমধ্যে DORP-এর সাথে আগামী বছর কী করণীয় সে বিষয়ে আলোচনা করতে সভার পরিকল্পনা করছে।

প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণে আলোচিত অ্যাডভোকেসি পরিকল্পনার ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা মেনে চলতে বলবেন। (অর্থাৎ ১. সমস্যা চিহ্নিত করা ২. টার্গেট দল চিহ্নিত করা ইত্যাদি।]

সমাপনী ঃ

সবশেষে সহায়ক দলের সাথে ছবি তুলে, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আপ্যায়ন শেষে এই প্রশিক্ষণ শেষ করবেন।

সেশন-৪

কোভিড-১৯ অতিমারিতে জেন্ডার, পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি

সেশন ৪: কোভিড-১৯ অতিমারিতে জেন্ডার, পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি

কার্যসূচি

০৯:০০	প্রশিক্ষণের জন্যে ভেন্যুর প্রস্তুতি - ব্যানার টাঙ্গানো (লোগো সবচেয়ে উপরে দিতে হবে) - অংশগ্রহণকারীদের একে একে আগমন ও সাক্ষাৎ
০৯:৩০	উদ্বোধনী, স্বাগত বক্তব্য
০৯:৪০	পরিচয় পর্ব ঃ অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষক একে একে পরিচয় দেবেন - নাম - সংগঠন - সংগঠনে যে কাজ করেন
০৯:৫৫	সেশন পরিচিতি ঃ - প্রশিক্ষক অধিবেশনের কর্মসূচি পড়া ও ব্যাখ্যা করা - অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশন চলাকালেই প্রশ্ন করতে এবং মত ব্যক্ত করতে উৎসাহ দেয়া - অধিবেশনকে অংশগ্রহণমূলক, পারস্পরিক আলোচনা সমৃদ্ধ করতে অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ করা
১০:২০	সেশন: - পূর্বের অধিবেশনের বিষয়সমূহ পুনরালোচনা: অ্যাডভোকেসির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অ্যাডভোকেসির বিভিন্ন অ্যাপ্রোচ বিগত বছরে নিজ এলাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার অর্জনসমূহ রোল- প্লে'র অভিজ্ঞতা অংশগ্রহণকারীরা আর কী মনে করতে পারছে? - মহামারি, অতিমারি এবং কোভিড-১৯ - করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত অজানা তথ্য
১১:৩০	সেশন: - করোনা ভাইরাস সংক্রমণের লক্ষণ - করোনা প্রতিরোধে করণীয় - করোনা ভাইরাস: নারী ও পুরুষ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী - কোভিড-১৯: নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব - জেন্ডার দৃষ্টিকোন: উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা ও করণীয় পদক্ষেপ (অংশগ্রহণকারীদের এ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময়)
১:০০	সমাপ্তি

সূচনাঃ

প্রশিক্ষক সকল অংশগ্রহণকারীকে স্বাগত জানিয়ে সেশন শুরু করবেন। এরপর অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষণের কার্যসূচি হাতে পাবেন। পরিচয় পর্বে, সবাই যথারীতি নিজ নিজ নাম, সংগঠন ও গ্রামের নাম ইত্যাদি জানাবেন। এছাড়াও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের কার্যসূচি অনুযায়ী এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। এরপর আগের দুটো অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীরা গুরুত্বপূর্ণ কী কী বিষয় শিখেছেন সেগুলো একে একে সবাই বলবেন। এরপর প্রশিক্ষক মূল আলোচনায় যাবেন।

মহামারি, অতিমারি এবং করোনা ভাইরাস

পৃথিবীব্যাপি বহু শতাব্দী ধরে বহু সংক্রামক রোগ দেশ থেকে দেশে, এমনকি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পরেছে। মহামারি (epidemic) প্রথমে কোনো একটি অঞ্চল বা একটি দেশের মধ্যেই ছড়ায়, কিন্তু যখন অনেক দেশ ও পৃথিবী জুড়ে এর বিস্তার ঘটে বা ছড়িয়ে পড়ে তখন এইটি অতিমারি (pandemic)- তে রুপান্তরিত হয়। করোনা ভাইরাস, একটি নতুন, মারাত্মক ভাইরাস যা ২০১৯ সালের শেষার্ধ থেকে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এ থেকে যেই রোগটি হচ্ছে সেটি কোভিড-১৯ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মহামারি বা অতিমারি সম্পর্কে আগে কখনও শুনেছেন?

বর্তমান অতিমারিটি (pandemic) করোনা ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট হয়েছে। এটি শহর বা গ্রাম, পুরুষ বা নারী এবং শিশু বা বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল মানুষকেই সংক্রমিত করে এবং কাউকে রেহাই দেয় না। নিজে থেকে সংক্রমিত হওয়া এড়াতে এবং রোগটি আরও বেশি না ছড়িয়ে পরার চেষ্টা করার জন্য ভাইরাসটি কি, এটি কিভাবে মানুষের শরীরে প্রভাব ফেলে এবং আমরা কিভাবে নিজেদেরকে এ থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারি, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিজে জানা, বুঝা এবং অন্যকে জানানোর প্রয়োজন রয়েছে।

নতুন ভাইরাস হিসেবে বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত এটার ব্যাপারে সব কিছু জানতে পারেনি। এখনও প্রতিদিনই এ সংক্রান্ত নতুন ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম দিকে যা সত্য বলে মনে হয়েছিল, কিছু মাস যেতেই সেই ধারণা ভুল বলে অনুমিত হচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি করোনা ভাইরাস সম্পর্কে এবং সংক্রামিত হলে আপনাকে কি করতে হবে তা জানেন? আপনি কার কাছ থেকে বা কোথা থেকে এই সম্পর্কে তথ্য পেয়েছেন?

প্রশিক্ষক তাই অংশগ্রহণকারীদের বলবেন, 'বিশ্বাসযোগ্য উৎস, নির্ভরযোগ্য সংবাদপত্র বা প্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞরা কি বলছেন তা নিশ্চিত করুন। যে যাই বলুক তার সমস্তটাই বিশ্বাস করবে না। বিশেষত

যারা আপনাকে করোনার কথা বলে কিছু বিক্রি করতে চাইতে পারে এমন কেউ বা কোন প্রতিষ্ঠানের কথা বিশ্বাস করলে আপনি প্রকৃত তথ্য বা সেবাপ্রাপ্তি থেকে বিচ্যুত হতে পারেন। কেননা এখন অবধি (অক্টোবর ২০২০) এর কোন ঔষধ বা টিকা আবিস্কার করা যায়নি। নকল বা জাল ঔষধ যা আপনার ক্ষতি করতে পারে, তার বদলে স্বাস্থ্যকর খাবারের জন্য টাকা আলাদা করে রাখুন।'

প্রশ্ন ঃ কেউ কি আপনার কাছে কোনো ঔষধ বিক্রি করতে চেয়েছিল? কেউ কি আপনাকে করোনা রোগ সম্পর্কে কোনো অদ্ভূত গল্প বলেছিল?

জেনে রাখা ভাল, যদি আপনি ব্যাকটেরিয়াজনিত কোন রোগে ভুগে থাকেন, বিভিন্ন এ্যন্টিবায়োটিক হয়ত খুব কার্যকর হবে, তবে তারা ভাইরাস সংক্রমণের বিরুদ্ধে মোটেই সহায়তা করে না। এমনকি চিকিৎসকরাও এখন পর্যন্ত সবকিছু জানেন না। তারপরও শুধু ডাক্তারের পরামর্শ শোনাই গুরুত্বপূর্ণ। সেসাথে আপনার সাধারণ জ্ঞানটুকুও ব্যবহার করুন।

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কিছু তথ্য

প্রশিক্ষক বলবেন, যখন কোন ব্যক্তির হাঁচি বা কাশি হয়, তার মুখের থুতু, নাকের স্রাব/ বা স্লেষ্মা কেউ যদি সেই ছিটেফোটা শ্বাসের সাথে টেনে নেয়, বা কারো হাত, মুখে, চোখে লাগে তা থেকে কোভিড-১৯ ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়তে পারে। বেশিরভাগ সময় এই ফোঁটাগুলো ভারী হয়, তাই বেশিক্ষণ বাতাসে ভেসে থাকতে পারে না, দ্রুতই মাটিতে পড়ে যায়। কিন্তু কখনও কখনও কোন বদ্ধ জায়গায় অনেক লোকের ভীড়ে বাতাসে ভেসে থাকা এই ছিটেফোঁটা থেকে বহু লোক সংক্রমিত হতে পারে। তাই আপনি যদি কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি উপস্থিত থাকেন, কোন জিনিসের দূষিত উপরিভাগকে স্পর্শ করেন ও সেই হাত আপনার চোখ নাক বা মুখে স্পর্শ করেন তবে তার মধ্য দিয়ে বা শ্বাস নেবার মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারেন।

কোভিড-১৯ মানুষের শরীরে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। জ্বর, গলাব্যথা, হাঁচি-কাশি ছাড়াও বেশির ভাগ সংক্রমিত ব্যক্তির শ্বাসযন্ত্রে হালকা থেকে মাঝারী ধরনের উপসর্গ (নাক গলা ও ফুসফুস) দেখা দেয়। পরিস্থিতি বেশি খারাপ না হলে, বিশেষায়িত চিকিৎসা বা হাসপাতালে ভর্তি না হয়েই মানুষ সুস্থ হয়ে ওঠে।

তবে কিছু কিছু মানুষ শ্বাসতন্ত্রে গুরুতর সংক্রমণের ফলে শ্বাস নিতে কষ্ট পান এবং তাদের শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়াসহ শরীরের রক্তজমাট বেঁধে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। বয়স্ক ব্যক্তি, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসতন্ত্রের রোগ এবং ক্যান্সার রয়েছে এমন ব্যক্তিদের এতে আরও অসুস্থ হয়ে পড়াসহ জীবনহানির আশংকা দেখা দেয়। উল্লেখ্য, সংক্রমণের পরে লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে ১৪ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

(উৎস ঃ ওয়ার্ল্ড হেলথ অগানাইজেশন ও জন হপকিন্স স্কুল অব মেডিসিন)

বলা হয় যে শিশুরা এই রোগে খুব একটা সংক্রমিত হয় না এবং তেমন সংক্রমণ করতে পারে না। তবে এগুলো এখনও ধারণা মাত্র।

প্রশ্নঃ কোভিড-১৯ এবং সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জার মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো কি?

সম্ভাব্য উত্তর হতে পারেঃ কোভিড-১৯ অনেক বেশি সংক্রামক, এটি মারাত্মক, লক্ষণগুলোও এক নয় এবং করোনা আক্রান্ত রোগী অনেকসময় স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে পারে না। অপরদিকে, ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে সাধারণ সর্দিকাশি জ্বর হতে পারে, তবে তা কখনোই জীবনহানির মতো পরিস্থিতি তৈরি করে না।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের লক্ষণ

প্রশ্নঃ কোভিড-১৯ লক্ষণগুলো কী? কিভাবে বুঝবেন যে আপনি সংক্রমিত হয়েছেন?

গবেষকরা এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ এর কিছু লক্ষণ চিহ্নিত করেছেন যা নিচে বলা হলো। তবে এর বাইরেও আরও লক্ষণ থাকতে পারে, যা এখনো জানা যায়নি।

সাধারণ উপসর্গ	**আরও কিছু লক্ষণ**	**গুরুতর লক্ষণ**
জ্বর শুষ্ক কাশি ক্লান্তি	- পেশী ব্যাথা - গলাব্যাথা - ডায়রিয়া - মাত্রাতিরিক্ত জ্বর - মাথা ব্যথা - গন্ধ না পাওয়া	➢ শ্বাস নিতে বা শ্বাস কষ্ট ➢ বুকে ব্যাথা বা চাপ ➢ চলাফেরা ও কথা বলতে বেশ কষ্ট। ➢ রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়া।

যদি উপরে উল্লেখিত গুরুতর লক্ষণগুলো দেখা দেয়, দ্রুতই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া বা চিকিৎসককে ডেকে আনা প্রয়োজন। প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে যেতে হবে। যাদের মধ্যে হালকা লক্ষণ রয়েছে ও মোটামোটি সুস্থবোধ করছে তাদের বাড়িতে থেকেই চিকিৎসা নিতে হবে। প্রথম দিকে ধারণা করা হয়েছে যে এই রোগটি হয়তবা ভাল হতে এক বা দুই সপ্তাহ সময় নিতে পারে, কিন্তু পরে দেখা গেছে অসুস্থতা কাটতে আরও বেশি সময় নেয়, এমনকি ৪ সপ্তাহ পর্যন্তও লেগে যেতে পারে। যাদের গুরুতর লক্ষণ রয়েছে তাদের পুরোপুরি সেরে উঠতে দীর্ঘ সময় নেয়। এইটি কতদিন তা অবশ্য এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

প্রশ্নঃ আপনার জানামতে পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশী কেউ কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছে কি? তিনি কি সুস্থ হয়ে উঠেছেন? ভাল হতে ওনার কত দিন লেগেছে?

যে সব রোগী হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে (আইসিউ) ভর্তি হন, তারা প্রায়শই দীর্ঘ সময় এমনকি ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত সময় নেন।

কেউ কোভিড-১৯ এ ভুগছেন, নাকি ইনফ্লুয়েঞ্জা বা অন্য কোন অসুস্থতায় ভুগছেন তা নিশ্চিত হতে রোগীকে পরীক্ষা করাতে হবে। তবে এ পরীক্ষা সব জায়গায় হয়না। সাধারণত রোগী এবং তার পরিবারই জানেন যে এই অসুস্থতা কোভিড-১৯ এর কারণে কিনা। তবে আমরা প্রতিদিন যে পরিসংখ্যান পাই সেটা শুধু যেগুলো সঠিকভাবে পরীক্ষিত হচ্ছে তার হিসেব। উল্লেখ্য, কোনো ব্যক্তির কোভিড-১৯ পজিটিভ অর্থ হচ্ছে যে, তার শরীরে ভাইরাসটি সক্রিয় রয়েছে।

করোনা প্রতিরোধে করণীয়

যেহেতু ভাইরাসটি অত্যন্ত সংক্রামক এবং এ রোগের প্রতিরোধে এখন পর্যন্ত ঔষধ বা নিশ্চিত প্রতিষেধক পাওয়া যায়নি, তাই নিজেকে নিরাপদ রাখার সর্বোত্তম উপায় হল প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে সংক্রমণ হতে নিজেকে রক্ষাসহ তার বিস্তার রোধ করা।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চিকিৎসা নির্দেশিকা ছাড়াও, বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি করোনার প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনা গাইড লাইন তৈরি[৩] করেছে যেখানে নিচে বর্ণিত ৩টি প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থার পরামর্শ রয়েছে।

(১) ভাইরাসটি মানুষ থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ে। এই সংক্রমণ রোধ করতে-

- ঘরে থাকুন যতক্ষণ না চিকিৎসার জন্য বাইরে যেতে হয়।
- সাবান দিয়ে বারবার হাত ধোয়াসহ (প্রতিবার ২০ সেকেন্ড ধরে), ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধি বজায় রাখুন, গোসল করুন, হাত দিয়ে চোখ, নাক মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকাসহ বাড়ি-ঘরের পরিস্কার পরিছন্নতা নিশ্চিত করবেন।
- সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখুন (অন্য ব্যক্তি থেকে কমপক্ষে ১ মিটার[৪] বা ৩ ফুট দূরত্ব)[৫]।

(২) কোন কিছুর উপরিভাগ ও ঘরের বিভিন্ন জিনিসের সাথে লেগে থাকা এই ভাইরাসটি যথেষ্ট সময়ের জন্য সক্রিয় বা সুপ্ত থাকতে পারে। এখন অবধি বিজ্ঞানীরা এর সময়কাল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেনি, তবে এর সংক্রমন ছড়িয়ে পড়া যেভাবে রোধ করা যেতে পারে, তা হলো ঃ

[৩] প্রয়োজনে গাইড লাইনগুলো প্রকৃত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার দরকার হবে।
[৪] কোনো দেশে এই দূরত্ব রাখতে বলা হচ্ছে ৫ ফিট (১.৫ মিটার) আবার কোথাও বলা হচ্ছে ৬.৬ ফিট (২ মিটার)
[৫] এই ড্রপলেট সাধারণত: কয়েক ফিট দূরত্ব যেতেই মাটিতে পড়ে যায়, একারণেই সামাজিক বা শারিরীক দূরত্ব বজায় রাখা হলে এই রোগের সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব

- ঘনঘন স্পর্শ করতে হয় এমন বস্তুগুলো (যেমন- টেবিল, কম্পিউটার, ফোন, সুইচ বোর্ড, দরজার কবজা, আলমারীর হাতল ইত্যাদি) নিয়মিত সাবানপানি দিয়ে ধুতে বা স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।
- অ্যালকোহল মিশ্রিত জীবাণুনাশক ব্যবহার বা বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত সহজলভ্য ব্লিচ দিয়ে বস্তুর উপরিভাগ জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- যে কোন জিনিসের উপরিভাগ যতটুকু সম্ভব স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ঘনঘন হাত ধুতে হবে এবং প্রতিবারই ২০ সেকেন্ড ধরে এটা করতে হবে।

(৩) স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন অনুশীলন, সুষম ও পুষ্টিকর খাবারগ্রহণের মাধ্যমে এই রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ও শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে নিচের নির্দেশনা গুলো মনে রাখুন ঃ

- কিছু কঠিন অসুখের সাথে সম্পর্কিত পরামর্শগুলো মেনে চলুন যেমন- ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ফুসফুস ও কিডনি রোগ।
- নিয়মিত ফলমূল, আমিষ এবং শাকসবজীসহ পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করুন।
- সাধারণ শারিরীক ব্যায়াম/ অনুশীলন করুন।
- প্রচুর পানি পান করুন।
- পর্যাপ্ত ঘুমান (সাধারণত একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির জন্য ৬-৮ ঘন্টা ঘুম যথেষ্ট)
- মানসিক চাপমুক্ত থাকুন।

তথ্যসূত্র ঃ Guidelines for Mitigation Measures to Prevent Sufferings from Coronavirus Infection, Ministry of Foreign Affairs, Bangladesh, page 2

করোনা ভাইরাস যেভাবে নারী ও পুরুষ এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে আক্রান্ত করেঃ

(৪) করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯ নির্বিচারেই সব মানুষকে আক্রান্ত করছে, দরিদ্র রিক্সাওয়ালা থেকে বড় ব্যবসায়ী, সমাজের সর্বস্তরের মানুষই কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হচ্ছে। বেশির ভাগ দেশেই নারীদের থেকে পুরুষরাই এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে বেশি। কিন্তু বয়স্ক নারীদের মধ্যে আবার মৃত্যুহার বেশি হচ্ছে। যদিও এখন পর্যন্ত নারীদের চেয়ে পুরুষরা কেন বেশি মারা যাচ্ছে তা পরিস্কার নয়।

(৫) কয়েকটি দেশে স্বাস্থ্যবিধি মানতে শারিরীক ও সামাজিক দূরত্ব ১.৫ মিটার বা ৫ ফুট এবং কোথাও কোথাও ২ মিটার বা ৬.৬ ফুট বজায় রাখতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

(৬) থুথুর ফোঁটা সাধারণত কয়েক ফুটের বেশি যেতে পারে না এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তারা মাটিতে (কোন কিছুর উপরিভাগে) পড়ে যায়- একারণেই সামাজিক ও শারিরীক দূরত্ব বজায় রাখতে বলা হয়েছে যাতে জীবাণু ছড়িয়ে পড়া রোধ সম্ভব হয়।

কিছু বিশেষজ্ঞ মনে করেন নারী ও পুরুষের মধ্যে যে জৈবিক পার্থক্য রয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। কেননা নারীদের সহজাত প্রতিরোধ ক্ষমতা পুরুষদের চেয়ে শক্তিশালী মনে করা হয়। কিছু

বিশেষজ্ঞ আরো মনে করেন, পুরুষের জীবনযাপনের ধরন (ঘরের বাইরে জনসমাগমের মধ্যে ঘোরাফেরা, ধুমপান/বা মদপানের অভ্যাস) এবং রোগকে ভ্রক্ষেপ করতে না চাওয়ার পুরুষালী মনোভাব এবং করোনারী হৃদরোগ, ফুসফুসের রোগের মত দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায় তাদের করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। তবে প্রবীণবহুল অনেক দেশে নারীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাই সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে নারীরাই বেশি হয়ে থাকে।

নারীদের তুলনায় পুরুষ বেশি সংক্রমিত হওয়ার আরো কিছু কারণ থাকতে পারে ঃ

- যেহেতু পরীক্ষা করার কিটের সংখ্যা কম, তা দিয়ে অল্পসংখ্যক মানুষকেই পরীক্ষা করা যায়, সেক্ষেত্রে পুরুষরাই বেশি পরীক্ষা করিয়ে থাকে বলে মনে করা হয়।
- আরো অনেক পুরুষপ্রধান দেশে, যেখানে বাংলাদেশের মত স্বাস্থ্যসেবা পেতে অর্থ খরচ করতে হয়, সেখানে পুরুষরা চাইলেও নারীদেরকে খুব একটা হাসপাতালে নিয়ে যেতে চায় না। সাধারণত এসব দেশে দেখা যায়, যদি কোন একজনের জন্য অর্থ খরচ করার সামর্থ থাকে, তবে তা পরিবারের পুরুষ রোগীটির জন্যই ব্যয় করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নারী অসুস্থ হয়ে পড়লেও তাকে অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতালে নিবন্ধিত করা হয়না। ফলে একই পরিস্থিতে পুরুষ মানুষটি চিকিৎসা পেলেও নারী পায়না এবং পরবর্তীতে সঠিক চিকিৎসার অভাবে মারাও যায়।
- পুরুষের বাইরে বাইরে ঘোরাঘুরি বেশি। তারা মসজিদ, হাটবাজার, মার্কেট এবং নানা সভাসমাবেশে অংশগ্রহণের ফলে সহজেই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে। তারা ভাইরাসটি এভাবে বাড়িতে নিয়ে আসে এবং বাড়ির মানুষদেরও সংক্রামিত করে।

যদিও নারীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পুরুষদের চেয়ে ভিন্নভাবে কাজ করে, পুরুষরা সংখ্যায় বেশি মারা যাচ্ছে। তবে আজকাল নেদারল্যান্ডস বা কানাডার মত অনেক দেশে নারীরাই বেশি ক্ষতিপ্রস্ত হচ্ছে। তাছাড়া যেসব নারী রোগী ও বৃদ্ধ লোকদের যত্ন নেবার কাজ করেন তারা প্রায়শই সঠিক সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহারের অভাবে সংক্রমিত হচ্ছে। ফলে এখন অনেক বেশি নারী স্বাস্থ্যকর্মী, ধাত্রী ও সেবিকা মারা যাচ্ছেন। দেখা গেছে, বয়স্ক ব্যক্তিদের সেবাযত্ন নেয়া ব্যক্তিদের মধ্যে পুরুষদের চেয়ে নারীরাই বেশি।

উল্লেখ্য যে, করোনা ভাইরাসের বিস্তার প্রতিরোধের সমস্ত বিধিবিধান নির্দেশনা পড়ে বুঝতে পারা সবার জন্য খুব সহজ নয়। এছাড়া প্রত্যেকেই দূরত্ব বজায় রেখে চলতে পারে না এবং প্রতিদিন বিধিঅনুযায়ী নিয়মিত হাত ধুতে পারে না। এছাড়া সবার পক্ষে নানা কারণে বাড়ীতে থাকাও সম্ভব হয়না।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে অন্যদের কাছ থেকে সবসময় দূরে থাকা সম্ভব হয়না ?

উদাহরণস্বরূপ প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোথাও যাবার সময় (যেমন হাতধোয়া বা গোসলের জন্য পুকুর বা জলাশয়ে যাওয়া অথবা টয়লেটে যাওয়া) তাদের কারো না কারো সহায়তা প্রয়োজন হয়।

প্রশ্ন ঃ কার পক্ষে প্রতিদিন বারবার ২০ সেকেন্ড সময় ধরে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া সম্ভব নয় ?

উদাহরণস্বরূপ, শহর বা গ্রামাঞ্চলে সব মানুষের পক্ষে কাছাকাছি দূরত্বের মধ্যে প্রচুর পানি পাওয়ার সুযোগ নেই। শহরের বস্তি এলাকায় বা গ্রামাঞ্চলে বাড়ির নারী ও কিশোরী মেয়েকেই পানি সংগ্রহের কাজটি করতে হয়। প্রতিদিন কত বালতি/কলসি পানি একটি টিউবওয়েল থেকে তারা নিতে পারবে তারও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অপরদিকে, তাদেরকে বাড়িতেও থাকার জন্য বলা হয়ে থাকে। কোন কোন কারখানায় শ্রমিকদেরকে বারবার হাত ধোয়ার সুযোগ বা অনুমতি তাদের মালিকরা দেন না।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বাড়ীতে থাকা সম্ভব নয়?

অনেক নারী ও পুরুষ আছে যারা কোনো কাজে যুক্ত নেই। তবে যারা প্রতিদিন কোনো না কোনো কাজের সাথে যুক্ত বিশেষত: দরিদ্র পরিবারের, দিনমজুর, তাদের প্রতিদিনই মজুরির জন্য কাজে যেতে হয়। কেননা, তাদের কাজ নেইতো কোন খাবারও নেই। আমরা ইতোমধ্যে অনেক নারী ও কিশোরী মেয়েদের কথা বলেছি যাদেরকে পানি সংগ্রহের জন্যও বাইরে যেতে হয়, কারণ, তাদের হয়ত কারও বাড়িতেই টিউবওয়েল বা পানির কল নেই। যেসব লোকের কাছে যথেষ্ট অর্থ রয়েছে, তারা খাবার কিনে, মজুত করে বাড়ীতে বসে খেতে পারে। কিন্তু দরিদ্র লোকজনের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

কোভিড-১৯: নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনে এর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের আর্থ-সামাজিক প্রভাব ব্যাপক। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানুষের মধ্যে নারী ও কিশোরী মেয়েরা রয়েছে। আশংকা করা হচ্ছে, ইতিমধ্যে যেসব নারী ও মেয়েরা বাড়ী ও কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছিল এর ফলে সেই বৈষম্য আরো প্রকট হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি বলতে পারেন কি কারণে নারী ও মেয়েরা বেশি ভূক্তভোগী? আর পরিস্থিতিও বা কেমন?
প্রশ্ন ঃ নারীরা ছাড়াও অন্য আর কারা এতে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে?
প্রশ্ন ঃ শিশুদের জন্য এই করোনা সংকট কেমন?
বয়স্কদের জন্য?
গৃহহীনদের জন্য?
সংখ্যালঘুদের জন্যই বা কেমন?

- দরিদ্র মানুষ করোনার কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সন্মুখীন হয়েছে। দরিদ্র পুরুষ ও নারী, দিন মজুর, অভিবাসী ও গৃহকর্মী, জাতিগত সংখ্যালঘু, পরিবহন শ্রমিক, বানভাসী ও যাযাবর মানুষ, যৌনকর্মী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পরিবারে স্বল্প উপার্জনকারী ব্যক্তি- সকলেই চরম সংকটের মধ্যে পড়েছে। তারা শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতিরই সম্মুখীন হচ্ছে তা নয়, সীমিত খাদ্য, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়েও তাদের বেঁচে থাকতে হচ্ছে। এছাড়াও দেশের দরিদ্রতম অঞ্চলের মানুষ, যারা করোনা সংক্রমণের আগে থেকেই চরম খারাপ স্বাস্থ্য নিয়ে আছে, তারাও এর ভুক্তভাগী।

  - যে কোন দুর্যোগকালীন সময়ের মত করোনা প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও নারী ও মেয়েদের প্রয়োজন অনেকাংশেই অপূরণীয় থেকে যায়। সেসাথে কমে যায় সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাও- বিশেষত: এরকম সময়ে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা ব্যয় কিভাবে হবে, কি কৌশলে হবে তার সিদ্ধান্তের ভার মূলত পরিবারের পুরুষ সদস্যের হাতেই থাকে।

  - যদিও প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুরা কোভিড-১৯ এ কম আক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু তাদের পড়াশুনো বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ভীষণভাবে। এর ফলে স্কুল ছাড়ার ঘটনা বিশেষত: মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি ঘটতে পারে। যে বিপুলসংখ্যক মেয়েশিশু বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বাস করে, ভাল সময়েই তাদের জন্য যেখানে শিক্ষাগ্রহণ বা বিদ্যালয়ে যাওয়া একটি কঠিন সংগ্রাম, সেখানে কোভিড পরিস্থিতি তাদেরকে আরো বড় চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

  - করোনার প্রাদুর্ভাব ও লক-ডাউন পরিস্থিতিতে, লক্ষ লক্ষ দরিদ্র এবং স্বল্প আয়ের পরিবার গুলোকে কঠিন আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, বিশেষ করে মেয়ে শিশু ও নারীরা এতে আরো শোষন, বঞ্চনা, শিশুশ্রম ও অবহেলার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

  - লক ডাউনের মধ্যে জেন্ডারভিত্তিক ও গৃহসহিংসতা ভয়াবহ আকার ধারন করেছে যেটা কোনভাবে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। দেখা গেছে গত কয়েক মাসে গৃহে সহিংসতা ও ধর্ষণের ঘটনা প্রায় ১৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে অনেক মেয়ে ও নারী আত্মহত্যাও করেছে।

  - পুরুষরা হয়তো এ রোগে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে, তবে নারীদেরকেই পুরুষদের জন্য পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করতে হচ্ছে, যত্ন নিতে হচ্ছে, এর ফলে করোনাকালে আগের সময়ের তুলনায় নারীদের দুই থেকে তিনগুন বেশি শারিরীক ও মানসিক চাপ তৈরী হচ্ছে।[৬]

  - যেহেতু এই সময়ে শিশুদের বাড়ির বাইরে যেতে দেয়া হচ্ছে না, সেকারণে শিশুদের মধ্যে মনস্তাত্বিক সমস্যাবৃদ্ধির আশংকা দেখা দিয়েছে।

[৬] BRAC's Rapid Gender Assessment of the COVID-19 situation, 2020.

- করোনা পরীক্ষা ও সুরক্ষামূলক পোশাকের মত প্রয়োজনীয় কেনা-কাটার সংকট নিয়ে দুর্নীতির নানা খবর পাওয়া যাচ্ছে।

প্রশিক্ষক তাই বলবেন, যারা ভালো সময়েই ঝুঁকির মধ্যে ছিল তারাই এই মহামারি ও অতিমারিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রোগের সংক্রমণ হতে এবং এই রোগ থেকে মুক্ত থাকতে লকডাউন ও অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এখন অতি প্রয়োজনীয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তাই, আসুন আমরা সবাই সুস্থ থাকতে, সংক্রামিত না হতে, এবং অন্যকে সংক্রামিত না করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি।

সেইসাথে *"আপনার মধ্যে লক্ষণগুলো দেখা গেলে বাড়িতে থাকুন, ঘনঘন হাত ধুয়ে নিন, জনসমাবেশ এড়িয়ে চলুন এবং দূরত্ব বজায় রাখুন ।"*

অন্যান্য রোগ, মহামারি ও অতিমারি

ভবিষ্যতে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে এমন অন্যান্য রোগের জন্য এই করোনা সংকট থেকে শেখা শিখনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি, অন্যান্য ভাইরাস কোভিড-১৯ এর মতো যথেষ্ট সংক্রামক নয়। তবে মানুষের মধ্যে আরো বেশি স্বাস্থ্যকর সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হলে অন্যান্য রোগেরও বিস্তার রোধ করা সম্ভব হবে। তাই বেশি বেশি হাত ধোয়া ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ ছড়ানোর বিরুদ্ধেও খুব ভাল ব্যবস্থা। এছাড়াও ডেঙ্গু এবং চিকনগুনিয়ার মতো কিছু রোগের প্রাদুর্ভাব এখন বিভিন্ন দেশেই নিয়মিতভাবেই দেখা যায়। আর মশাবাহিত ম্যালেরিয়া রোগ তো আগে থেকেই ছিল, যেটিও কম ভয়াবহ নয়।

জেন্ডার দৃষ্টিকোন থেকে এই পরিস্থিতি উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ[৭]

এই বিষয়টি একটি দলীয় কাজের মাধ্যমে আলোচিত হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আপনার এলাকায় করোনা সংকটের প্রভাব যেমন নারীর প্রতি সহিংসতা নারীর আত্মহত্যা, বাল্যবিবাহ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান হ্রাস ইত্যাদি মোকাবেলায় কি করা যেতে পারে?

সম্ভাব্য উত্তর যা হতে পারে:

- লকডাউন ও করোনা ভাইরাসের কারণে নারী ও মেয়ে শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। নারী ও মেয়ে শিশুদের এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য, মহামারী নীতি, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে নারীদের সম্পৃক্ত রাখা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

[৭] এটি হয়তো কয়েক ঘন্টার সেশনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয় তবে, এর কিছু বিষয় অবশ্যই আলোচনা করতে হবে।

- বিভিন্ন দেশে পারিবারিক ও জেন্ডার সহিংসতা মোকাবেলায় একটি এ্যাপ্স তৈরী করা হয়েছে যা থেকে নারীরা সহজেই তাদের প্রতি কোনো সহিংসতা বা ভীতিকর পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট সংস্থায় জানাতে পারে। আমাদের মতো দেশে দরিদ্র নারীদের এধরণের এ্যাপস ব্যবহার করার মত কোনো স্মার্ট ফোন নেই, এবং তা চালাবার মত দক্ষতাও নেই। এই সমস্যার সমাধানে নতুন ধরনের উপায় বের করা প্রয়োজন। স্থানীয়ভাবে, গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি শহরেও নেতৃস্থানীয়দের করোনার সুক্ষ্ম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং এ বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং অপরাধীকে গ্রেপ্তারে সক্রিয় হওয়া উচিত। সবসময় মনে রাখতে হবে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা একটি অপরাধ, কোন ভাবেই এটি কোনো ঐতিহ্যের অংশ নয়।
- নারীরা সাধারণত: ফোন বা টেলিভিশনের মাধ্যমে কম তথ্য পান। এছাড়াও, যে বিষয়গুলো নারীদের পক্ষে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে পুরুষরা তাদের অবহিত করে না। নারীরা যেহেতু বাড়ীর স্বাস্থ্য-সুরক্ষার দায়িত্বে থাকেন তাই এ রোগের বিস্তার এড়াতে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধিগুলো কি তা স্থানীয় সুশীল সমাজ ও এনজিওদের মাধ্যমে তাদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছানো জরুরি।
- সমীক্ষায় দেখা গেছে পুরুষের চেয়ে নারীদের চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার কম সুযোগ রয়েছে। তাদের স্বাস্থ্যবীমারও খুব একটা সুযোগ নেই। নীতিমালায় একে বিবেচনা করা উচিত।
- করোনায় বাংলাদেশে হিজড়া (৩,৩৫০) জনগোষ্ঠী এবং যৌনকর্মীরা (১৫০,০০০) তাদের আয়ের সমস্ত সুযোগ হারিয়েছে। এখন পর্যন্ত যৌনকর্মীরা ত্রাণ বিতরণের তালিকায় তেমনভাবে অর্ন্তভুক্ত হতে পারে নি।
- আয়ের স্বল্পতার কারণে পুরুষের চেয়ে নারীরা তাদের খাবার গ্রহণ দ্বিগুণ কমিয়েছে।
- গত ১৬ মে ২০২০ এর আমফান ঘুর্ণিঝড়ের পরে এবং করোনায় সঙ্কটের সময় বাল্যবিবাহ এবং পাচার বেড়েছে।[৮]
- জাতিসংঘের এশিয়া প্যাসিফিক আঞ্চলিক অফিসের সমীক্ষায়[৯] দেখা গেছে যে এ অঞ্চলের নারীদের অনেক কর্মঘন্টা নষ্ট হচ্ছে, পুরুষদের তুলনায় তারা প্রচণ্ড মানসিক চাপ নিচ্ছে এবং কম স্বাস্থ্য বীমার সুযোগ পাচ্ছে।
- এ সময়ে কাজ হারিয়েছে এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, ২০২০ সালের মে মাসের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশে ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের পর থেকে প্রাতিষ্ঠানিক চাকুরিতে যুক্ত নারীদের পুরুষ সহকর্মীদের তুলনায় কাজ করার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়েছে। অনানুষ্ঠানিক খাতে নারীর অবস্থা আরও খারাপ, এই খাতে অনেক নারী ইতোমধ্যে তাদের কাজ হারিয়েছেন।

[৮] Reported by TORONGO (points 5-8)

[৯] Points 9-11: https://theprint.in/india/less-working-hours-higher-stress-drop-in-income-un-survey-shows- how-covid-affected-women/455432/

- এই সংকটে যারা অর্থনৈতিক, শারিরীক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের সহায়তায় নীতিমালা প্রণয়নে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ও কমিটিগুলোতে নারীদের জড়িত হওয়া গুরুত্বপূর্ণ।
- বিশ্বব্যাংক কোভিড-১৯ মহামারীতে জেন্ডার প্রভাব নিয়ে নীতি নির্ধারণীপত্র তৈরি করেছিল[১০]। সেখানে বলা হয়েছে, 'নারীরা বেশিরভাগই সেবাযত্ন করার মত কাজের সাথে সম্পৃক্ত (বিশ্বব্যাপী ৭০%[১১]), তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষমূলক সরঞ্জামের ব্যবস্থা এবং সেগুলো ব্যবহার বিষয়ে তারা প্রশিক্ষণ পেয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করুন।
- কোভিডের কারণে যে সকল নারী বিধবা হয়েছে ও যারা স্বামীর আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন তাদের প্রতি খেয়াল ও যত্ন নিশ্চিত করা উচিত। এই রোগে নারীর চেয়ে পুরুষের মৃত্যুহার বেশি বলে অনুমান করা হচ্ছে।
- স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা করোনা প্রতিরোধে বেশি মনোনিবেশ করার কারণে অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা বিশেষত গর্ভবতী নারীদের যত্ন, প্রসূতী ওয়ার্ড, প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্য সেবাগুলো অনেকটাই অবহেলিত হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে ন্যূনতম হলেও এ জাতীয় স্বাস্থ্যসেবাগুলো নিশ্চিত করা জরুরি।
- এরকম সঙ্কটকালে, যাদের কাছে পৌঁছানো কঠিন, বিশেষ করে নারীরা, যাদের তথ্যপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেখানে স্থানীয় এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে। অথচ এমন অনেক এনজিও রয়েছে হঠাৎ এই দুর্যোগ সামলাতে তাদের সমস্ত অর্থ ও তহবিল শেষ হয়ে গিয়েছে সরকার ও উন্নয়ন ব্যাংকগুলো বৃহৎ শিল্প ও সংস্থাগুলোকে বিশেষ প্রণোদনাসহ প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছে। অথচ তাদেরও এই সহায়তা প্রাপ্য ছিল[১২]।
- এনজিওগুলো পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে নারীদের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে। অথচ একাজের জন্য যে তহবিল প্রয়োজন তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরকারের কোনো প্রাধিকারের মধ্যে নেই।
- পরিবারগুলোতে বয়স্ক নারীরা সাধারণত অন্যান্যদের সেবাযত্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন, কিন্তু তারাও পারিবারিক সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। করোনার সঙ্কটে তাদের আয়ের অনেক অংশই ইতোমধ্যে নি:শেষিত হয়েছে, এমনকি সহিংসতায় জীবনও হারিয়েছেন[১৩]।
- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সমস্ত মনোযোগ দেয়া সত্বেও, আমরা প্রায়শই ভুলে যাই যে পরিস্কার পানি সরবরাহ প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বেশির ভাগ

[১০] Points 12-14: http://documents1.worldbank.org/curated/en/618731587147227244/pdf/Gender-
[১১] Dimensions-of-the-COVID-19-Pandemic.pdf, http://www.socialwatch.org/node/18497
[১২] Points 15-16: http://ecwronline.org/wp-content/uploads/2020/06/English-summary-Supporting-NGOs-for- Women-in-Times-of-the-COVID-19-Outbreak.pdf
[১৩] https://www.un.org/development/desa/ageing/wp-content/uploads/sites/24/2020/05/COVID-Older- persons.pdf

সময়েই আমরা এটা ভুলে যাই, কারণ পানি সংগ্রহ ও পরিবারে পানি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একমাত্র নারীর বলে মনে করা হয়।

- এই সংকটকালে অনেক পরিচ্ছন্নতাকর্মী বা স্বাস্থ্যকর্মী তাদের কাজ করে যাচেছন। তাদের কাজগুলো 'ছোটকাজ' হিসেবে দেখার মানসিকতা রয়েছে অনেকের। সেসাথে ছোটকাজ করার জন্যে তাদের সেরকম প্রণোদনার ব্যবস্থা বা তাদের জীবনজীবিকা রক্ষায় আমাদেও ঔদাসিন্য রয়েছে। অথচ এই পরিস্থিতিতে তারাও ভয়াবহ ঝুঁকি নিয়ে পরিচ্ছন্নতা ও জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত রাখতে কাজ করছেন। যা মোটেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই অসমতার মূল কারণগুলো মোকাবেলা করা দরকার এবং তা করার জন্য এখনই ভাল সময়।
- করোনা আক্রান্তের ঘটনা, মৃত্যু, সুস্থ্য হয়ে ওঠার যে তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয়, সেগুলো জেন্ডার/লিঙ্গ বিভাযিত তথ্য হওয়া প্রয়োজন।
- এই মহামারিতে মানুষের অসহায়ত্ব যত বাড়বে, মানব পাচারের মত ঘৃণ্য কাজ বাড়ার সম্ভাবনাও তত রয়েছে। এ সংকটকালে তাই সর্বস্তরের প্রশাসনের সচেতন থাকা দরকার[১৪]।
- প্রতিবন্ধী নারীরা সবসময়ই ঝুঁকির মধ্যে থাকে, এই সংকটে তাদের সমস্যা আরো বেশি ঘনীভূত হচ্ছে[১৫]।
- অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের বেলায় দেখা গেছে তারা মহামারি/ অতিমারি রোধে বেশ দক্ষ ও অভিজ্ঞ। করোনা সংকটে তারা স্বাস্থ্য সচেতনতার ব্যাপারে অধিক মনোযোগ দেবার কারণে এবং তাদের স্থানীয় জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে করোনা নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে। এমনকি আমাদের পার্বত্যএলাকার আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও একই সফলতা দেখা যাচ্ছে।

সমাপনী:

বিস্তরিত আলোচনা শেষে প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানাবেন। সেসাথে কেউ যাতে অসুস্থ না হয়ে পড়েন, সুস্থ ও নিরাপদে থাকেন সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে সেশন শেষ করবেন।

[১৪] https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/06/Aggravating-circumstances-How-coronavirus- impacts-human-trafficking-GITOC-1.pdf

[১৫] https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-69-leaving-no-one-behind- the-covid-19-crisis-through-the-disability-and-gender-lens/

সেশন-৫

জেন্ডার ও দুর্যোগ, ঝুঁকি প্রশমন এবং জলবায়ু পরিবর্তন

সেশন ৫ ঃ জেন্ডার ও দুর্যোগ, ঝুঁকি প্রশমন এবং জলবায়ু পরিবর্তন

কার্যসূচি

০৯:০০	প্রশিক্ষণ ভেন্যুর প্রস্তুতি - ব্যানার টাঙ্গানো (লোগো সবচেয়ে উপরে দিতে হবে) - অংশগ্রহণকারীদের একে একে আগমন ও সাক্ষাৎ
০৯:৩০	উদ্বোধনী, স্বাগত বক্তব্য
০৯:৪০	পরিচয় পর্ব ঃ অংশগ্রহণকারী ও সহায়ক একে একে পরিচয় দেবেন - নাম - সংগঠন - সংগঠনে যে কাজ করেন
০৯:৫৫	সেশন পরিচিতি ঃ - প্রশিক্ষক অধিবেশনের কর্মসূচি পড়বেন ও ব্যাখ্যা করা - অংশগ্রহণকারীদের অধিবেশন চলাকালেই প্রশ্ন করতে এবং মত ব্যক্ত করতে উৎসাহ দেয়া - অধিবেশনকে অংশগ্রহণমূলক, পারস্পরিক আলোচনা সমৃদ্ধ করতে অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ করা
১০:২০	সেশন: - পূর্বের সেশনের বিষয়সমূহ পুনরালোচনা মহামারী, অতিমারী এবং কোভিড-১৯ - করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত তথ্য - করোনা ভাইরাস লক্ষণ ও প্রতিরোধের উপায় - করোনা ভাইরাস: নারী পুরুষ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনে এর প্রভাব - অংশগ্রহণকারীরা আর কী মনে করতে পারছে? - জলবায়ু পরিবতন কী ও এর প্রভাব
১১:৩০	সেশন: - জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার: নারী ও পুরুষের জীবনে এর ভিন্ন প্রভাব - দুর্যোগ প্রশমন ঃ মানুষের হাত থেকে জলবায়ু রক্ষা - দুর্যোগ অভিযোজন ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের তান্ডব থেকে মানুষকে রক্ষা - অভিযোজন: কিভাবে মানুষকে জলবায়ু পরিবর্তনের তান্ডব থেকে রক্ষা করা যায় - জেন্ডার, দুর্যোগ ও অভিযোজন - দুর্যোগ প্রস্তুতি, জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তি (অংশগ্রহণকারীদের এ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময়)
১:০০	সমাপ্তি

সূচনাঃ

প্রশিক্ষক সকল অংশগ্রহণকারীকে স্বাগত জানিয়ে সেশন শুরু করবেন। এরপর অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষণের কার্যসূচি হাতে পাবেন। পরিচয় পর্বে, সবাই যথারীতি নিজ নিজ নাম, সংগঠন ও গ্রামের নাম ইত্যাদি জানাবেন। এছাড়াও প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের কার্যসূচি অনুযায়ী এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করবেন। এরপর আগের দুটো অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণকারীরা গুরুত্বপূর্ণ কী কী বিষয় শিখেছেন সেগুলো একে একে সবাই বলবেন। এরপর প্রশিক্ষক মূল আলোচনায় যাবেন।

জলবায়ু পরিবর্তন পরিচিতি

এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। তবে আবহাওয়ার সাথে জলবায়ুর পার্থক্য রয়েছে। আবহাওয়া কোনো একটি এলাকা বা অঞ্চলের প্রতিদিনের তাপমাত্রা, বাতাসের আর্দ্রতা, তার গতিপ্রকৃতি ও বৃষ্টিপাত ইত্যাদির ধারণা। অপরদিকে জলবায়ু হচ্ছে, সেই এলাকার সারা বছরের আবহাওয়ার একটি চিত্র।

> ***প্রশ্ন ঃ*** ***আপনারা কী আপনাদের এলাকার জলবায়ুর কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন? আপনারা কী দেখতে পাচ্ছেন?***
> ***আপনাদের তরুণ বয়সে যেরকম আবহাওয়া দেখেছেন, আজ এতদিন পর আবহাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো কী হয়েছে বলে মনে করেন?***
> ***আবহাওয়া/জলবায়ুর এই পরিবর্তন সম্পর্কে আপনার দাদা-দাদী/নানা-নানীরা কী বলেন?***

জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ হচ্ছে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মতো ক্ষতিকর গ্রীণহাউজ গ্যাসের অতি নিঃস্বরণ। ফলে দেখা যাচ্ছে,

- গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে
- ঘন ঘন দীর্ঘস্থায়ী খরা হচেছ
- অনিয়মিত আবহাওয়া চক্র/ অনিশ্চিত আবহাওয়া দৃশ্যমান হচ্ছে। ভারী বৃষ্টিপাত, কখনো টানা-বৃষ্টি, কখনো স্বল্পবৃষ্টি, মাঝে মাঝে যা হঠাৎ ঝড়-বন্যায় রূপান্তরিত হচ্ছে।

আগেও এরকম পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে তবে তা এখনকার মতো এতো ঘন ঘন, চরম আকারে দৃশ্যমান হয়নি। যার প্রভাব শুধু এদেশেই নয়, এখন বিশ্বব্যাপী অনুভূত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ঃ

> ***প্রশ্ন ঃ আপনারা কি প্রত্যেকে জলবায়ু পরিবর্তনের একটি করে প্রভাব বলতে পারেন?***

উদাহরণস্বরূপ ঃ

- দূর্যোগের হার বেড়ে যাওয়া
- কিছু শস্য প্রজাতির বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। বিশেষত সেইসব প্রজাতির শস্য- যেগুলো আগে সেচ না হলেও জন্মাতে বা টিকে থাকতে পারত, কিন্তু এখন বৃষ্টি না হলে/সেচ না পেলে সেগুলো বাঁচতে পারে না।
- কিছু কিছু প্রাণীরও বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া
- ক্ষতিকর ও বিপদজনক কিছু কীট পতঙ্গের টিকে যাওয়া যেগুলো আগে চরম আবহাওয়ায় (অতিরিক্ত শীত/বা গরমে) বাঁচতে পারত না। কিন্তু এখন এই বিরূপ আবহাওয়ায় তারা বেঁচে যাচ্ছে কিন্তু অন্যান্য উপকারি কীট-পতঙ্গ প্রাণী বেঁচে থাকতে পারছে না।
- অতিরিক্ত উষ্ণতায় বরফ গলে যাওয়ার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠে উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এতে ভূ-পৃষ্ঠের নিচু ভূমি/দ্বীপগুলো ডুবে যাচ্ছে।
- ভূ-উপরিভাগ এবং ভূ-গর্ভস্থ উভয় পানিই লবণাক্ত হয়ে যাচ্ছে।
- সমুদ্র উত্তপ্ত হয়ে ওঠার ফলে সামুদ্রিক জীবন বিঘ্নিত হচ্ছে। এতে সামুদ্রিক প্রাণী কিছু মারা পড়ছে, কিছু বেঁচে যাচ্ছে। তবে নষ্ট হচ্ছে সামুদ্রিক জীবনের ভারসাম্য।
- উষ্ণ সমুদ্র আরো বেশি গ্রীণহাউজ গ্যাস নিঃসরণ করছে, ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- প্রকৃতি প্রতিদিনই বৃক্ষশূন্য হয়ে ধীরে ধীরে মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে।
- এছাড়াও এমন কিছু সমস্যা ঘটছে যা এখনো দৃশ্যমান হয়নি কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ঘটতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

মানুষের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ব্যাপক। যেসব মানুষ এখনো পিছিয়ে পড়া, দুর্বল তারা এই নতুন পরিস্থিতি খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না ফলে তারাই এই পরিবর্তনের কুফল ভোগ করছে বেশি । এ অবস্থায় যথারীতি ধনী, অবস্থাপন্ন মানুষ তাদের সম্পদের প্রাচুর্য বা প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে নিজেদের এই পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে পারছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার

প্রশ্ন ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আপনাদের এলাকায় সবচেয়ে বেশি কষ্ট কে বা কারা ভোগ করছে ?

- দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক মানুষ, যারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি সামাল দিতে অপারগ।
- বিপন্ন নারী ও শিশু। কেননা নারী এমনিতেই তার প্রজনন দায়িত্ব নিয়ে সবসময়ই অস্বস্থির মধ্যে থাকছে। আর শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই এই বিপর্যয় সামাল দিতে সক্ষম নয়।

- বয়স্ক মানুষ যারা প্রায়শ অসুস্থতা/জরার কারণে পানি, জ্বালানী অথবা নিরাপদ আশ্রয় সংস্থানে বা চলাচল করতে অপারগ।
- এছাড়াও দরিদ্র পিছিয়ে পড়া মানুষ- যারা সবসময় তথ্য ঘাটতির মধ্যে থাকে এবং ফলে যাদের পক্ষে এই দুর্যোগে অনেকসময় প্রস্তুতি নেয়ার অবকাশ থাকেনা।

দুর্যোগ প্রশমন ঃ মানুষের হাত থেকে জলবায়ু রক্ষা

ক্ষতিকারক কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং এ ধরণের গ্রীণহাউজ গ্যাস সাধারণতঃ উৎপন্ন হয় কল-কারখানা নিঃসৃত ধোঁয়া, চলন্ত গাড়ি, যানবাহন, গবাদি পশুর প্রশ্বাস এবং ভোক্তাদের আচরণ থেকে। বাংলাদেশে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও গ্রীণহাউজ গ্যাসের নিঃসরণ বেশি হলেও জনসংখ্যার অনুপাতে মাথাপিছু নিঃসরণের হার কম। অপরদিকে শিল্পোন্নত অষ্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য ধনী দেশগুলো এই ধরণের গ্যাস নিঃসরণে বড় ভূমিকা পালন করছে। এক্ষেত্রে ৫৯ পৃষ্ঠার চিত্রটি দেখা যেতে পারে।

এই গ্যাসের অতি-নিঃসরণের হাত থেকে জলবায়ুকে রক্ষার নাম প্রশমন। যাতে এই নিঃসরণের ক্ষয়ক্ষতি নিরোধ করা যায়, একে প্রতিরোধ করা যায়।

প্রশ্ন ঃ কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা গ্রীণহাউজ গ্যাসের নিঃসরণ কিভাবে কমানো যায় ?

যেভাবে কমানো যায় তার উদাহরণঃ

- সৌরশক্তি, জলবিদ্যুৎ (কয়লা, তেল/গ্যাসের পরিবর্তে) এর বিকল্প বিভিন্ন শক্তির ব্যবহার
- গবাদিপশু পালন নিয়ন্ত্রণ করা, মাংস/দুধ খাওয়া কমিয়ে দেয়া। তার পরিবর্তে সবজী, ডাল জাতীয় খাবার বেশি খাওয়া। (এইসব গবাদি পশুর প্রশ্বাসের সাথে অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড/ গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসৃত হয়।)
- ধনী দেশগুলোতে এই গ্যাস নিঃসরণ অত্যধিক। বাংলাদেশে এই গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনা সম্ভব যদি মানুষ জ্বালানী হিসেবে লাকড়ি বা খড় ব্যবহার না করে সৌরশক্তি ব্যবহার করে। কেননা লাকড়ি/খড় হতে নিঃসৃত ধোঁয়া শুধু পরিবেশের জন্যেও ক্ষতিকর নয়, নারীদের স্বাস্থ্যহানিরও কারণ। কেননা তারাই মূলত রান্না-বান্নার কাজ করে থাকেন। তাই প্রাকৃতিক গ্যাস বিকল্প জ্বালানীর অন্যতম পরিবেশ সম্মত উৎস হতে পারে।
- রান্নায় কম সময় লাগে এমন শস্য নির্বাচন করা
- ধনী ব্যাক্তিদের ভোগবাদী মানসিকতার পরিবর্তন করা
- এখনো বহু মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলো সঠিকভাবে জানে না। তাদেরকে এ বিষয়ে সচেতন করে তোলা।

দুর্যোগ অভিযোজন ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের তান্ডব থেকে মানুষকে রক্ষা

জলবায়ুকে মানুষের ক্ষতিকর আচরণ থেকে রক্ষা করা যেমন জরুরী একইভাবে মানুষকেও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত নেতিবাচক প্রভাবের হাত থেকে রক্ষা করা আশু কর্তব্য। রক্ষা করার এই প্রক্রিয়া হচ্ছে অভিযোজন। আগেও জলবায়ু উদ্ভূত (climate induced) দুর্যোগ হতো। সেইসময় মানুষ যেভাবে এই দুর্যোগ মোকবেলা করেছে তা জানাও একইভাবে জরুরি।

প্রশ্ন ঃ আপনাদের গ্রামে আগে প্রচলিত উপায়ে খরা বা বন্যার মতো দুর্যোগ মোকাবেলা করা হতো ?

এক্ষেত্রে কে নেতৃত্ব দিতেন ?
নারীরা একাজে কিভাবে সংশ্লিষ্ট থাকতেন ?
কাজের বিভাযন কিভাবে হতো ?
বিপন্ন মানুষ বিশেষত বয়স্কদের কে দেখাশোনা করত ?

ঝড় ও বন্যা ঃ

সারা বিশ্বে বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে শতকরা ৮০ ভাগ নারী ও শিশু ক্ষতিগ্রস্থ হয় (ইউনিসেফ ২০১৬)। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে আমাদেও দেশে যা ঘটে তা সংক্ষেপে বলা হলো:

- এই সময় নারীরা সাধারণতঃ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে চায় না, বাড়ি বা সহায়সম্পদ ফেলেও কোথাও যায় না। আর গেলেও নারীরা সব আশ্রয়কেন্দ্রে কখনো স্বস্থিতে থাকে না; কেননা সেখানে না থাকে টয়লেট, না নিরাপত্তা।
- নারীরা অনেকসময় সাঁতার জানে না। বন্যা বা ঝড়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারীরা তাদের পরিধেয় শাড়ি, চাদর সমেত অনেকসময় গাছের ডালপালায় আটকে যায়।
- ঘূর্ণিঝড়ে/জলোচ্ছাসে পুকুরের পানি লবণাক্ত হয়ে যায়, ফলে পরিস্কার পানি পাওয়া যায় না। এমনকি উপকূলীয় এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিও লবণাক্ত হয়ে পড়ে।
- এই সময়েও নারীদেরকেই পারিবারের জন্যে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয়।
- কৃষিকাজ বলে কিছু থাকে না, না থাকে শাকসবজী, বৃক্ষ না ফল-ফলাদি। এইসময় মানুষকে মাছ ধরে কোনোমতে জীবনধারণ করতে হয়।
- পুরুষ মানুষেরা স্থানীয় ভাবে কোনো কাজকর্ম না পেয়ে জীবিকার আশায় পরিবারের নারী, শিশু বয়স্কদের (তাদের জন্যে কোন উপার্জনের ব্যবস্থা ছাড়াই) গ্রামে ফেলে শহরে চলে যায়।
- জীববৈচিত্রসহ শস্যপ্রজাতির ক্ষতি হয়।

খরা:

- খরায় পানির সকল উৎস শুকিয়ে গেলেও নারীদেরকেই পরিবারের জন্যে পানি সংগ্রহে নামতে হয়।
- গবাদি পশু ও পরিবারের জন্যে পানি সংগ্রহ করতে তাদের প্রতিদিন বহু দূরে যাওয়া আসা করতে হয়।
- বাড়ির আশেপাশের কুয়োয় পানি শুকিয়ে গেলে পুরুষেরা কৃষি কাজের জন্যে কোনো না কোনো ভাবে পানি সংগ্রহ করে নেয়।
- প্রতিবন্ধী বা বয়স্ক মানুষেরা দূরে পানি সংগ্রহ করার জন্যে যেতে পারে না।

অভিযোজন: যে উপায়ে মানুষকে জলবায়ু পরিবর্তনের তান্ডব থেকে রক্ষা করা যায়-

- জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকার প্রভাব থেকে রক্ষা পেতে মানুষের প্রতিরোধ শক্তি বাড়ানো।
- নারীর কাজের এবং কাজ করার জন্য যে সামর্থের দরকার তার প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেয়া।
- বৃষ্টির পানি ধরে রাখা
- আশ্রয় কেন্দ্রে নারীদের জন্যে পৃথক টয়লেট এবং তাদের থাকবার পৃথক জায়গা করা (লক ব্যবস্থা সহ)।
- নারী-পুরুষের সচেতনতা বাড়ানো।
- লবণ সহিষ্ণু শস্য ও শাকসবজী উদ্ভাবন করা।
- উপকূল এলাকা জুড়ে ম্যানগ্রোভ বন সৃষ্টি।
- কৃষি কাজ/ বা মৎস্য চাষ ছাড়াও কর্মসংস্থানের অন্যান্য সুযোগ তৈরি।
- বন্যা উপযোগী টয়লেট এবং পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা
- প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সময় সকল মানুষের চাহিদা বিবেচনা করা

জেন্ডার, দুর্যোগ ও অভিযোজন

- জলবায়ু পরিবর্তন জেন্ডার নিরপেক্ষ কোনো প্রক্রিয়া নয়। খরার কারণে নারীদের পানি সংগ্রহে বেশি সময় লাগে। বন্যা হলে পানির লবণাক্ততা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি হলে, লবণাক্ততা বাড়ে, ফলে কৃষি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, খরায় পানির সংকট বাড়ে। পানির মান নিম্নমুখী হয়।
- বৃষ্টিপাত কম হলে তা খাদ্য নিরাপত্তায় আঘাত হানে। ফলে মানুষকে জীবিকার তাগিতে নানা জায়গায় ছুটতে হয়।

- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগ, প্রতিকুলতা সম্পর্কিত লিঙ্গ বিভাযিত তথ্য আমাদের ধারণা ও জ্ঞান গভীর করলেও এ সময় তা সহজলভ্য হয় না।
- অভিযোজন শুধু জলবায়ুর অনিশ্চয়তা মোকাবেলা করার পথই নির্দেশ করে না, এটি একইসাথে এই পরিবর্তনকে মোকাবেলা করার জন্যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে তার কৌশল পরিবর্তনের আরও কার্যকর পদ্ধতি উন্নয়নের সামর্থ্য তৈরি করে।

দুর্যোগ প্রস্তুতি, জেন্ডার এবং অন্তর্ভুক্তি

- দরিদ্র নারী ও পুরুষ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিকর প্রভাবের শিকার কতটুকু হবে তা মূলত তাদের সামাজিক মর্যাদা, জেন্ডার, দারিদ্র, সম্পদে তাদের মালিকানা বা তা ব্যবহারের সুবিধে ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে।
- যদিও এখন বাংলাদেশে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক কম মানুষ মারা যায়, তবে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশে পুরুষের তুলনায় নারী ও শিশু মৃত্যুর হার অন্ততঃ ১৪ গুণ বেশি। ১৯৯১ এর ঘূর্ণিঝড়ে ১,০০,০০০ মৃত্যের মধ্যে ৯০ ভাগই ছিল নারী।
- এদেশে নারীরা সাধারণত শারিরীক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে বেশি দুর্বল থাকে, ফলে দুর্যোগের ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি সামাল দেওয়ার মতো সামর্থ্য তাদের থাকে না। ফলে ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছাস, খরা ও লবণাক্ততার শিকার তারাই হয়ে থাকে বেশি।
- কাজেই নারীর এ সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা, কাজ ও দক্ষতা এবং সর্বোপরি তাদের ক্ষমতায়নকে সহযোগিতা করা হলে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেল অধিক কার্যকর হবে।
- মেয়েদের স্কুলে উপস্থিতি কমে যায়, কেননা তাদেরকে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে মাকে তার কাজে সহায়তা করতে হয় এবং তাদেরকে এসময় ঘর মেরামত ও অন্যান্য গেরস্থালী কাজেও বাড়ির পুরুষদের সহায়তা করতে হয়।
- এখন প্রচুর আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ হলেও নারীদের জন্যে পৃথক রুম এবং টয়লেটের ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুবিধাদি নেই।
- নীতিমালায় নারী, প্রতিবন্ধী, অন্তঃসত্ত্বা নারী, কিশোরী ও বয়স্কা নারীদের চাহিদা/প্রয়োজনের ওপর জোর দিতে হবে।
- যখন ঘূর্ণিঝড় সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার হয়, তখন অধিকাংশ পুরুষ আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেও দেখা গেছে কোনো কোনো নারী মৃত্যু মেনে নেয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে, নিজেকে শাড়ি দিয়ে শক্ত করে আবৃত করে রাখে যাতে মৃত্যুর পর তাদের অনাবৃত শরীর দেখা না যায়।

- অনেক নারী সাঁতার জানে না, যেখানে পুরুষরা প্রায় সবাই ভাল সাঁতার জানে।
- দুর্যোগের প্রস্তুতির জন্যে একটি কার্যকর কৌশল বেছে নিতে, দুর্যোগে রক্ষা পেতে যে প্রচলিত পদ্ধতি/ কৌশল রয়েছে তার সাথে নতুন পদ্ধতি/ কৌশল যুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নারী-পুরুষ যার নিজ নিজ পরিস্থিতি, পরিবেশ সম্পর্কে ভাল জানে, তারা এ কাজটির দায়িত্ব নিতে পারে। এধরনের সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল দুর্যোগে নিজেকে রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর হতে পারে।

সমাপনী:

বিস্তরিত আলোচনার পর প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানাবেন। সেসাথে প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা ভবিষ্যতে যেকোন দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমনে কাজে লাগাতে সব অংশগ্রহণকারীদেও অনুরোধ জানাবেন। পরিশেষে সকল ধরনের দুর্যোগের হাত থেকে নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে সবাই যাতে সুরক্ষিত থাকে, নিরাপদে থাকে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে সেশন শেষ করবেন।

জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার ঃ

১. প্রশমন ঃ মানুষের হাত থেকে জলবায়ু রক্ষা

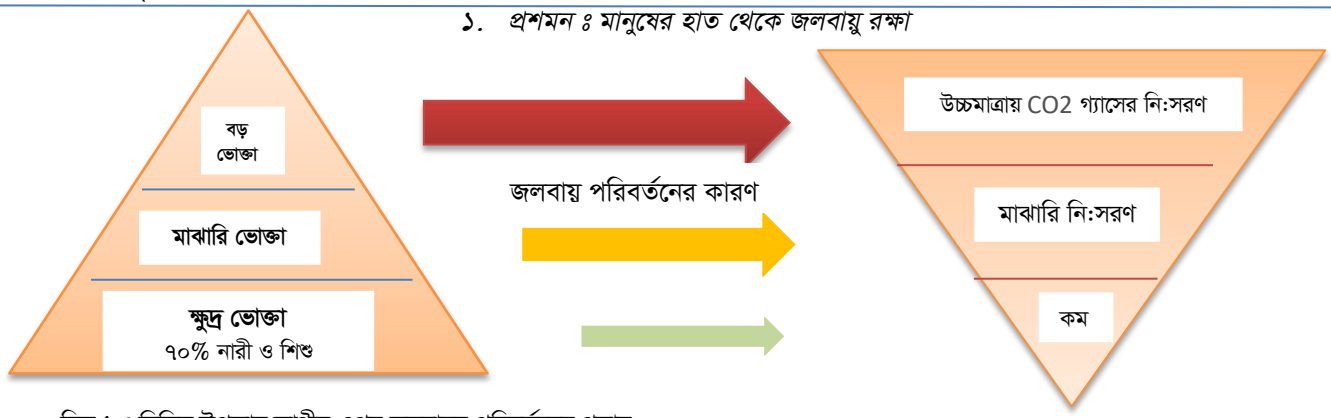

চিত্র ১ ঃ বিভিন্ন উপকারভোগীর ওপর জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব

২. অভিযোজন ঃ মানুষকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে রক্ষা

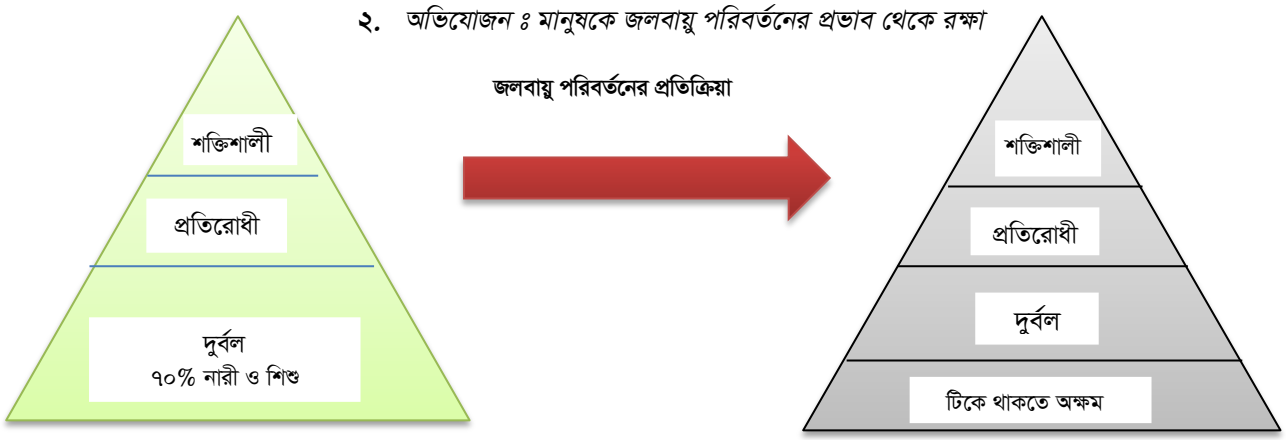

চিত্র ২ ঃ পৃথিবীর মানুষের ওপর জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া

- যারা অতিমাত্রায় ক্ষতিকর গ্যাস নিঃসরণের জন্যে দায়ী তারা হলো সবচেয়ে বড় ভোক্তাশ্রেণী/উপকারভোগী ধনী মানুষ, অথচ তারা ধনী ও দরিদ্র উভয়দেশেই সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।
- বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে (যেমন- বন্যা, খরার কারণে) সবচেয়ে ভুগতে হয় দরিদ্র নারী, শিশু, পুরুষদের, অথচ তারা সবচেয়ে কম গ্যাস নিঃসরণ করে থাকে।
- সবচেয়ে ধনী মানুষগুলো হলো পুরুষ, সবচেয়ে দরিদ্র মানুষ হচ্ছে নারী ও শিশু।

চিত্র ৩ ঃ বৈশ্বিক নিঃসরণের শতকরা হার (কিছু দেশে) - উইকিপিডিয়া ২০০৯/১০, ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউট

দেশ	কার্বন ডাই অক্সাইড CO_2 গ্যাসের বৈশ্বিক নিঃসরণের হার = টন হিসেবে	২০১০ সালে জনসংখ্যা মিলিয়ন	ব্যক্তি পিছু গ্যাস নিঃসরণের (টন)	মন্তব্য
অষ্ট্রেলিয়া	১.৩% = ৩৭৮	২২	১৭	সবচেয়ে বেশি
বাংলাদেশ	০.৩% = ৮৭	১৪৯	০.৬	বাংলাদেশ সেইসব দেশের একটি, যেখানে দরিদ্র মানুষ ধনীদের তুলনায় অনেক কম গ্রীণহাউজ গ্যাস নিঃসরণ করে।
কানাডা	১.৮% = ৫২৪	৩৪	১৫.৪	
চায়না	২৩.৬% = ৬৮৬৮	১৩৪০	৫.১৩	ধনী দেশের জন্যে পণ্য উৎপাদন করার ফলে অতি নিঃসরণ ঘটে
জার্মানী	২.৬% = ৭৫৭	৮২	৯.২	
ভারত	৫.৫% = ১৬০১	১১৮২	১.৩৭	ধনীদেশের জন্যে পণ্য উৎপাদন করার ফলে অতি নিঃসরণ ঘটে
নেদারল্যান্ড	০.৫% = ১৪৫	১৭	৮.৫	
যুক্তরাষ্ট্র	১৭.৯% = ৫২০৯	৩০৯	১৬.৯	
বিশ্ব	১০০% = ২৯১০০	৬৪৪৮	৪.৫	

সংযোজনী

সংযোজনী- ১

প্রশিক্ষণের বিষয় বস্তু

১. বিশ্বব্যাপী পানির সংকট এবং বাংলাদেশে (ভোলা জেলায়) ঃ বছরের নির্দিষ্ট কোনো সময়ে না বছরব্যাপী ?
২. পানি সংকটের জন্যে কাকে বেশি ভুগতে হয় ?
৩. পানির বিভিন্ন রকম ব্যবহার কী কী ?
৪. কোন কোন শ্রেণীর মানুষ পানি কী কী ভাবে ব্যবহার করে থাকে ?
৫. পানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার কোনটি ?
৬. আপনারা কি জাতীয় পানি পরিসম্পদ নীতিমালা সম্পর্কে অবহিত ?
৭. সরকার নির্ধারিত পানি ব্যবহার প্রাধিকারের তালিকা
৮. বাড়িতে খাবার ও গৃহস্থালী কাজে পানি ব্যবহারের মূল দায়িত্ব কে পালন করে ?
৯. কৃষিখাতে পানির ব্যবহারকারী কে ?
১০. মৎস্যচাষে পানির ব্যবহারকারী কে ?
১১. গবাদীপশু ও হাঁস মুরগী পালনে ব্যবহারকারী কে?
১২. পানির দূষণকারী কারা ?
১৩. পানি দূষণ থেকে কারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় ?
১৪. ওয়াটার শেড প্রকল্পের উপ-শিরোনাম হচ্ছে ঃ পেছনে পড়ে থাকবে না কেউ এবং 'সবার জন্যে নিরাপদ পানি'
১৫. এই 'সবাই' কে?
১৬. সব মানুষ সমান নয়: বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ।
১৭. এদের মধ্যে পানির সুবিধা কে বেশি ভোগ করে?
১৮. তাদের মধ্যে নিরাপদ পানি পেতে কে বেশি শ্রম দেয়, অর্থ ব্যয় করে?
১৯. বাড়িতে স্বাস্থ্যবিধি ও উন্নত স্যানিটেশন বিষয়েও একই প্রশ্ন হবে।
২০. সময় ব্যবহার ঃ সারাদিন পুরুষের তুলনায় নারীর গড় কাজের পরিমাণ। (অ্যাকুয়াকালচার স্টাডি অনুযায়ী নারীর ২৪ ঘন্টার কাজের চক্র দেখুন)[১৬]।
২১. ক্ষমতায়ন কি (বিশেষত ব্যক্তিবিশেষের নিজ নিজ অবস্থার উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে)?
২২. অ্যাডভোকেসি কাজের জন্যে এখানে কিছু সহজ পয়েন্ট উল্লেখ করা হলো যাতে সকল মানুষের প্রতি (নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ, যাযাবর/বেদে, ধর্মীয়/ নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী সহ যেসব প্রান্তিক নগরবাসী/ গ্রামবাসী/ দরিদ্র মানুষ) সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

[১৬] এই ক্ষেত্রে প্রশিক্ষক জেন্ডার এ্যান্ড ওয়াটার এলায়েন্স নারী পুরুষের কাজের কর্মঘন্টার ওপর যে Travel Exhibit posters রয়েছে সেটি সেশনে এনে দেখাতে পারেন।

প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ ঃ

১. পানির সংকট ঃ বিভিন্ন ব্যবহার
২. পানির ব্যবহার সম্পর্কিত কাজের বিভাযন
৩. পিছিয়ে পরা মানুষ, নারী ও পুরুষের বিভিন্ন চাহিদা/আগ্রহ
৪. সরকারের পানি-নীতি
৫. পেছনে পড়ে থাকবেনা কেউ
৬. নারী ও পুরুষের প্রতিদিনের কাজের গড়পড়তা হিসেব
৭. রাজনীতিবিদ/সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের রাজি করাতে অ্যাভোকেসির জন্যে মূল ইস্যু/ বিষয় সমূহ।

সংযোজনী ২ ঃ

ক্ষমতায়ন অ্যাপ্রোচ

ক্ষমতায়নের ৪টি উপাদান ঃ

ক্ষমতায়ন হচ্ছে ব্যক্তির আত্মউন্নয়নের বিশ্বাস অর্জন এবং অন্যদের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারার একটি প্রক্রিয়া। ক্ষমতায়ন ব্যক্তি বা দলের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও শারীরিক/সাংগঠনিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করে থাকে। ক্ষমতায়ন শুধু নারীরই না, পুরুষ ও শিশুসহ সকল ক্ষুদ্র গোষ্ঠী/ দরিদ্র/পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্যেই অপরিহার্য।

১. **অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নঃ** সকল ধরনের সকল বিষয়ের শিক্ষায় প্রবেশাধিকার। নারী ও পুরুষের একই কাজে সমান সম্পৃক্ততা ও সমান মজুরী পাওয়া। যে কাজ প্রতিটি নারী ও পুরুষ আনন্দের সাথে, নিরাপত্তার সাথে সম্পাদন করবে। নারী ও পুরুষের সকল সেবায় ও সম্পদে সমান অধিকারের স্বীকৃতি। নিজ নিজ আয় ও সেবা ভোগের সমানধিকার। তবে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নই মানুষের জন্যে যথেষ্ট নয়। ক্ষমতায়নের অন্য তিনটি ধরনও নারী ও পুরুষের আর্থিক উন্নতিকে প্রকৃত ক্ষমতায়নে রুপান্তরিত করে।

২. **সামাজিক ক্ষমতায়নঃ** এটি হচ্ছে ব্যক্তির একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি ও উঁচু সামাজিক মর্যাদার নির্দেশক। অর্থাৎ যেভাবে মানুষ একজন ব্যক্তিকে দেখবে, পরিমাপ করবে তার একটি পরিচায়ক। যখন মানুষ সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে পারে, যখন তার বক্তব্য অপরে শুনবে এবং নিজেইও খোলাখুলিভাবে জনস্বার্থে তা ব্যক্ত করতে পারবে তখন তার সামাজিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়। সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্যে মানুষের শিক্ষায় ও তথ্যে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা জরুরি। সেসাথে মানুষের স্বাধীনভাবে, নিরাপত্তা ও স্বস্থির মধ্যে চলাফেরা করার সামর্থ্য অর্জনও সামাজিক ক্ষমতায়নের অন্যতম প্রধান শর্ত।

৩. **রাজনৈতিক ক্ষমতায়নঃ** এই ক্ষমতায়ন নিজেকে সংগঠিত করা ও সংগঠনভুক্ত হওয়ার অধিকার বাস্তবায়নকে নির্দেশ করে। যেমন- সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা বা কৃষকদলে সংগঠিত হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকারসহ সার্বিকভাবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির/ চর্চায় সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষমতা অর্জন। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্যে মানুষের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন খুবই জরুরি। আইনের শাসনে জীবন-যাপন ও তথ্য অধিকার নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। সেসাথে নাগরিকদের রক্ষাকারী সব প্রতিষ্ঠানের সেবা অর্জনের অধিকার বাস্তবায়নও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্যতম সূচক।

৪. **শারীরিক ক্ষমতায়নঃ** এটি অত্যন্ত জরুরি ক্ষমতায়ন। মানুষের শরীরগত/স্বাস্থ্যগত সামর্থ্য না থাকলে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক ক্ষমতায়ন অর্থহীন হয়ে পড়ে। ব্যক্তির প্রজনন স্বাস্থ্যসহ তার স্বাভাবিক যৌনজীবন, পরিবার পরিকল্পনাসহ জন্ম নিয়ন্ত্রণ নিরোধকের ব্যবহার, সন্তানধারণ ও গ্রহণের সময়-নির্ধারণের স্বাধীনতা ও অধিকার এই ক্ষমতায়নের অংশ। সেসাথে মানুষের পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা, বিনোদন, পছন্দমাফিক খাদ্যগ্রহণ এবং তার চলাচলের সুযোগ প্রয়োজন। এর মধ্যে অন্যতম জরুরী হচ্ছে পরিষ্কার পানি ও স্যানিটেশন সেবাপ্রাপ্তির অধিকার। সহিংসতা থেকে নিজেকে রক্ষা এবং নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর জীবন তাই মানুষের শারীরিক ক্ষমতায়নের জন্যে অপরিহার্য।

উপরে বর্ণিত ক্ষমতায়নের এই চারটি উপাদানই পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। এই চারটি উপাদানে একজন মানুষ বা সংগঠনের অংশগ্রহণের মাত্রার ওপর নির্ভর করে তার/তাদের সার্বিক ক্ষমতায়ন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, একজন নারী শুধু নিজে নিজে শিক্ষিত হলেই (আর্থ-সামাজিক ভাবে) তার ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয় না। যদি বিয়ের পর তার স্বামী তাকে চাকরি করতে না দেয় তার এই শিক্ষিত হওয়া নিরর্থক। তাই বলা যায়, শ্রেণী ও ক্ষমতা কাঠামোর নিচের দিকে থাকা অধিকাংশ মানুষ যখন নিজের সত্ত্বা ও অধিকারকে গর্বের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে সার্বিক বিচারে তখনই তার ক্ষমতায়ন অর্জিত হয়েছে বলে মনে করা হবে।